NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দুর্গাপূজা ও মহিষাসুরের ভিন্ন কাহিনী এবং আদিবাসী প্রসঙ্গ

১৮ বলে চার উইকেট, সাজিদের স্পিনে বিপাকে ইংল্যান্ড ৮

কলকাতা ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ৩০ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.10.2024, Vol.18, Issue No. 125 8 Pages, Price 3.00

এসো মা লক্ষ্মী, বসো ঘরে...

বউবাজার যদুনাথ দে রোডে সিনহা বাড়ির লক্ষ্মীপূজা। ছবি: অদিতি সাহা

কৃষ্ণনগরে তরুণীর অর্ধনগ্ন, দগ্ধ দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

পুলিশের বিরুদ্ধে ধামাচাপার অভিযোগ

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

কৃষ্ণনগরে মিলল তরুণীর অর্ধনগ্ন ও অর্ধদগ্ধ দেহ। বুধবার সকালে কৃষ্ণনগরে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে।

বুধবার সকালে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপারের অফিসের অদূরে অজ্ঞাতপরিচয় ওই তরুণীর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়েরাই দেহটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরিবারের অভিযোগ, দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। আঙুল ওঠে তরুণীর প্রেমিকের দিকে। প্রাথমিক তদন্তে নেমে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপারের দাবি, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত যুবককে মূল অভিযুক্ত হিসাবে ধরে প্রাথমিকভাবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণও মিলেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে সে সব নিয়ে এখনই কিছু জানাতে চাইছে না পুলিশ।

এদিকে, কৃষ্ণনগরে তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে এখনই খুন বলতে রাজি নয় পুলিশ। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার অমরনাথ কে জানান, তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে মৃতার শরীরে 'বার্নিং স্পট' (পোড়া দাগ) ছিল বলেও প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছেন তিনি। অন্য দিকে, মৃতার শেষ ফেসবুক পোস্ট ঘিরেও রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। ওই পোস্টে লেখা, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, আমি নিজেই দায়ী। তোমরা ভাল থেকো।'

পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, 'তরুণীর মৃত্যুর নেপথ্যে ধর্ষণ না কি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'পরিবার ইতিমধ্যে অভিযোগ জমা দিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত ধারা যুক্ত করে আমরা তদন্ত করছি। তদন্ত চলাকালীন যা তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে, সেগুলি তদন্তে সাক্ষ্য হিসেবে যুক্ত করা হবে।' কিন্তু এখনই ওই মৃত্যুকে 'খুন' বলতে নারাজ পুলিশ সুপার। তিনি জানান, দেহ ময়নাতদন্তে যাবে। ডগ স্কোয়াড অকুস্থলে রয়েছে। ঘটনাস্থল পরীক্ষা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অভিযুক্তের মা ও বাবাকে আটক করেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সবার বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

একটি পুজো মণ্ডপের উল্টো দিকে পথেই পড়ে ছিল তরুণীর অর্ধদগ্ধ দেহ। তরুণীর মুখ দগ্ধ অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরে তরুণীর পরিবার এসে দেহ শনাক্ত করে। এদিকে এ ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর নির্যাতিতার মা অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়েকে মেয়ের এক বন্ধু এবং তার বন্ধুবান্ধব মিলে ধর্ষণ করে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে খুন করেছে। পরিবারের দাবি, মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ তা ধামাচাপা দিতে চাইছে বলে দাবি করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিজন-প্রতিবেশীরা। কোতোয়ালি থানার সামনে চলে বিক্ষোভ। শুধু তা-ই নয়, পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে জুতো ছুড়ে মারতেও দেখা গিয়েছে বিক্ষোভকারীদের। মৃতার মায়ের অভিযোগ, 'আত্মহত্যা করার মেয়ে নয় ও। ওর প্রেমিক আর তার বন্ধুরা মিলে গণধর্ষণ করে খুন করেছে ওকে। ওর (মেয়ের) স্বপ্ন ছিল পুলিশ হওয়ার। সেই পুলিশই এখন ঘটনাটা ধামাচাপা দিতে চাইছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ৭টা নাগাদ প্রাতর্ভ্রমণকারীরা জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের ঠিক পিছনে তরুণীর অর্ধদগ্ধ দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। স্থানীয়দের অনুমান, ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়ে থাকতে পারে। ধর্ষণ করে খুনের পর, প্রমাণ লোপাট করতেই দেহটি পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

আক্রমণে লকেট-শুভঙ্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন এদিন, ঘটনার খবর পেয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ মর্গে আসেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি এসে মৃতা তরুণীর পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কোনও কিছুই নেই। একদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল পালন করছেনৎ। সেখানে যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেজন্য পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছেন। অথচ রাজ্যে একের পর এক মহিলা নির্যাতিত হচ্ছে তাতে তিনি পুলিশকে কোনও বড় রকমের নির্দেশ দিচ্ছেন না। লকেট চ্যাটার্জি আরও বলেন, 'আজ রাজ্যের প্রতিটি মণ্ডপে কোজাগরী লদী পূজা পালিত হচ্ছে অথচ কৃষ্ণনগরের একটি লদী পুজোর আগেই বিসর্জন হয়ে গেল।অন্যদিকে,প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও কৃষ্ণনগরে আসেন। কৃষ্ণনগর পুলিশ মর্গে এসে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের সদস্যদের আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন। পরে শুভঙ্করবাবু কোতোয়ালি থানায় এসে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি বলেন, আগামী ১৯ শে অক্টোবর সকাল ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেকটি থানার সামনে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি করা হবে কংগ্রেসে তরফ থেকে। বৃহস্পতিবার কল্যাণী জহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হবে। ময়নাতদন্তের সময় ভিডিওগ্রাফির দাবি করেছে মৃতার পরিবার। তবে লদী পূজার দিন এইরকম ঘটনার পর কৃষ্ণনগর থানার সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বাম-বিজেপি এবং কংগ্রেস ছাড়াও কৃষ্ণনগরের নাগরিক সমাজ।

৩ শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় কর্মীদের

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য দীপাবলির উপহার। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়ে দিল মোদি সরকার। যার জেরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ-এর হার বেড়ে দাঁড়াল ৫৩ শতাংশ। সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হতে চলেছেন এক কোটির বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগী।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর দুইবার করে বাড়ে মহার্ঘ ভাতা। একটি লাগু করা হয় ১ জানুয়ারি ও দ্বিতীয়টি ১ জুলাই। শেষবার গত জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হয়েছিল। যার ফলে একধাক্কায় ডিএ বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। এর পর ৩ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে ৫৩ শতাংশে পৌঁছে গেল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা। গত জুলাই মাসে এই ডিএ বৃদ্ধির কথা থাকলেও কয়েক মাস দেরিতে এবার ডিএ ঘোষণা করল সরকার। যদিও এর সঙ্গে গত কয়েক মাসের 'এরিয়ার' বা বকেয়াও পাবেন সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীরা।

এই ডিএ বৃদ্ধির জেরে কোনও সরকারি কর্মীর বেসিক পে (মূল বেতন) যদি হয় ১৮ হাজার টাকা হয়। সেক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে প্রতিমাসে ৫৪০ টাকা করে বেশি পাবেন সরকারি কর্মীরা। বছরে যার পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৪৮০ টাকা। বেসিক পে (মূল বেতন) যদি হয় ১৮ হাজার টাকার বেশি হয়, সেক্ষেত্রে মাসে ৬০০ টাকা করে বছরে ৭২০০ টাকা পাওয়া যাবে। একইভাবে বেতন ২৫ হাজার টাকা হলে মাসে ৭৫০ টাকা করে বছরে ৯০০০ টাকা করে বাড়তি পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের এই ডিএ বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক আরও বাড়ল। গত এপ্রিলে শেষ বার ডিএ বৃদ্ধি হয়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। সেই বার ৪ শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা আপাতত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় ১৪ শতাংশ হারে ডিএ পান। সেখানে সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএয়ের পরিমাণ দাঁড়াল ৫৩ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্য সরকারি কর্মীদের দাবি অনুযায়ী, ব্যবধান পৌঁছাল ৩৯ শতাংশে।

পুরসভার ডাক্তারকে হেনস্তা, ক্ষমা চাইতে হবে পুলিশকে

দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ পুরসভার চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ ক্ষমা চাক; এমনই দাবি নিয়ে কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ দেখালেন সেখানে কর্মরত চিকিৎসকেরা। দুর্গাপুজোর কার্নিভালে 'প্রতীকী অনশনকারী'-এর ব্যাজ পড়ে ডিউটিতে যোগদান করায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার চিকিৎসক তপোব্রত রায়। তাঁর গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসভার চিকিৎসকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান পুরসভার মূল ভবনেই। বিক্ষোভকারী চিকিৎসকদের সঙ্গেই এসেছিলেন তপোব্রত। বুধবার তিনি আবারও দাবি করেন, তাঁকে ঠিক কী কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। এমন ঘটনার পরও 'জাস্টিস ফর আরজি কর' আন্দোলনে তিনি থাকবেন।

পুজোর ছুটির কারণে বন্ধ রয়েছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু পুরসভায় এসেছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা। তাঁদের কাছেই নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান চিকিৎসকেরা। এক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে চিকিৎসকেরা দাবি করেন, তপোব্রতকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে পারেনি কলকাতা পুলিশ। তাই পুলিশকে তপোব্রতর কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। চিকিৎসক তপোব্রত রায়ের বিরুদ্ধে ১৫১ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি দুঃখপ্রকাশ না করা হয়, তা হলে তাঁরা আইনি পদক্ষেপ করবেন। সে ক্ষেত্রে পুরসভার চিকিৎসক যে হেতু অপমানিত হয়েছেন, তাই পুরসভাকেই আইনি সহায়তা দিতে হবে। তবে এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার কোনও আধিকারিক মুখ খুলতে চাননি। এই তিন দাবি পূরণের পাশাপাশি সঙ্গে এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে,'আমরা সবাই প্রতিবাদী' এই লেখা সম্বলিত ব্যাজ পরে বৃহস্পতিবার ডিউটি করবেন কলকাতা পুরসভার চিকিৎসকেরা। তিনটি দাবি মানা না হলে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার কথা জানাবেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিকেলে রেড রোডের দুর্গাপুজোর কার্নিভালে কর্মরত ছিল কলকাতা পুরসভার একটি মেডিক্যাল দল। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা চোট-আঘাত লাগলে প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন বলেই রাখা হয়েছিল। সেই দলেই ছিলেন পুরসভার চিকিৎসক তপোব্রত। তাঁর শার্টে লাগানো ব্যাজে লেখা ছিল 'প্রতীকী অনশনকারী'। অভিযোগ, সেই কারণে তাঁকে আটক করে ময়দান থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারির পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ময়দান থানায়। খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই ময়দান থানার সামনে ভিড় জমতে শুরু করে বিক্ষোভকারীদের। ঘটনার ঘণ্টা চারেক পর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই চিকিৎসককে। আর পর দিনই কলকাতা পুরসভায় কর্মরত চিকিৎসকেরা প্রতিবাদ জানিয়ে পুরসভাকে চাপে ফেলে দিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে তপোব্রত কলকাতা পুরসভার ১৬ নম্বর বরো-র সেকেন্ড মেডিক্যাল অফিসারের পদে রয়েছেন।

নিম্নচাপের জেরে ভাসল লক্ষ্মী পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়ার কথা জানানো হলেও বুধবার সকাল থেকেই ছিল আকাশের মুখ ভার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। এ রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নিলেও নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ভারতে। চেন্নাই থেকে ৩৬০ কিমি দূরে বঙ্গোপসাগরে সেই নিম্নচাপ অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবার সকালে গভীর নিম্নচাপ হয়ে তা চেন্নাইয়ে ঢুকবে। এর ফলে দক্ষিণ ভারতে প্রবল বর্ষণ হবে। প্রভাব পড়বে বাংলাতেও।

হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল, নিম্নচাপের জেরে বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে গোটা বাংলায়। পূর্বাভাস সত্যি করেই এদিন বিকেলে ঝমঝমিয়ে নামে বৃষ্টি। তাতেই প্রবল সমস্যায় পড়েন ধর্মতলার অনশন মঞ্চে থাকা জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকরা। প্রতিদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বহু মানুষ জড়ো হন। আচমকা মুষলধারা বৃষ্টিতে সকলেই সমস্যায় পড়েন। কোনওক্রমে ধর্নামঞ্চ সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন সকলে। শুরু হয় ত্রিপল মেরামতির কাজ। এদিকে দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হয় মঞ্চের বিদ্যুৎ সংযোগ। কারণ, বৃষ্টিতে শট সার্কিটের আশঙ্কা থেকেই যায়।

প্রসঙ্গত, আবহাওয়া দপ্তরের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল যে নিম্নচাপের কারণে লক্ষ্মীপুজোর বিকেলে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত এইরকম আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টিতে ভিজবে বিভিন্ন জেলা। বৃহস্পতিবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য জেলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তবে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের শীর্ষ বক্তারা আজ দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়ে এক দফা বৈঠক করেন। সেখানে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ৬ কেন্দ্রের একশ শতাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য গড়ে কুড়ি কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েনের প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য চলতি সপ্তাহ থেকেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথম পর্যায়ে শতাধিক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনের পর আসন্ন উপ নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি প্রত্যেকটি বুথেই থাকবে ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা। উল্লেখ্য আগামী ১৩ ই নভেম্বর রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই আসন গুলি হল উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ও নৈহাটি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংরা, কোচবিহারের সিতাই এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট।

ফের বিমানে বোমাতঙ্ক

■ ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে ১০টি বিমানে বোমাতঙ্ক নিয়ে শোরগোল পড়েছে দেশজুড়ে। তার মাঝেই বুধবার আরও দু'টি বিমানে নতুন করে বোমা রাখার হুমকি ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল। তবে কে বা কারা এই বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছেন, তা এখনও অজানা। বুধবার সকালে দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুগামী আকাসা এয়ার সংস্থার একটি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। মাঝ আকাশ থেকে দিল্লিতে ফিরে আসে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ইন্ডিগোর মুম্বই থেকে দিল্লিগামী একটি বিমানে একই আতঙ্ক ছড়ায়। আমদাবাদে নেমে তল্লাশি চলে বিমানে। সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। বুধবার সকালে সেটি দিল্লি উড়ে গিয়েছে। এর জেরে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

বিষমদের বলি ৬

■ বিহারে চোরাপথে রমরমিয়ে চলছে মদের কারবার। ফের দুই জেলায় বিষমদে মৃত্যু হল ৬ জনের। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও দুই জন। তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

জরুরি অবতরণ

■ খারাপ আবহাওয়ার জের, উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে জরুরি অবতরণ করল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের হেলিকপ্টার। ওই কপ্টারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও ছিলেন উত্তরাখণ্ডের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিজয় কুমার যোগদণ্ড। সকলেই সুস্থ আছেন।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে বদলে গেল লেডি জাস্টিস মূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: দেশের বিচারব্যবস্থা অন্ধ নয়। এই বার্তা দিতেই বদলে গেল ভারতের বিচারব্যবস্থার প্রতীক। সাধারণত আইন এবং বিচারের লেডি জাস্টিস মূর্তিতে চোখ বাঁধা থাকে বিচারকর্তার। কিন্তু সেই মূর্তি এবার পালটে গেল সুপ্রিম কোর্টে। নতুন মূর্তিতে বিচারকর্তার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নতুন মূর্তির একহাতে তরবারির বদলে রাখা হয়েছে ভারতীয় সংবিধান।

সূত্রের খবর, চন্দ্রচূড়ের নির্দেশেই সুপ্রিম কোর্টে বদলে দেওয়া হয়েছে লেডি জাস্টিসের মূর্তি। চোখের বাঁধন খোলার পাশাপাশি মূর্তিতে সংবিধান রাখার ভাবনাও প্রধান বিচারপতিরই। তাঁর মতে, তরবারি আসলে হিংসার প্রতীক। কিন্তু আদালত সংবিধান অনুযায়ী বিচার করে থাকে। তবে পুরনো মূর্তির মতো নতুন মূর্তির হাতেও রয়েছে দাঁড়িপাল্লা।

বিচারের প্রতীক হিসাবে গোটা দেশেই ব্যবহৃত হয় এই লেডি জাস্টিসের মূর্তি। তার একহাতে দাঁড়িপাল্লা রাখা হয় যুক্তির তুল্যমূল্য বিচার বোঝাতে। অন্যহাতে থাকে তরবারি, যার অর্থ শাস্তি বা দণ্ড। এছাড়াও লেডি জাস্টিসের দুই চোখ কাপড়ে ঢাকা থাকে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বোঝাতে। কিন্তু বর্তমান যুগে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে, চোখ বন্ধ রেখে কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন বিচারের দেবী? অনেক বিষয় কি বিচারব্যবস্থার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে?

আর বাঁধা নয় আইনের চোখ

এই ভাবনা থেকেই এবার বদলে গেল লেডি জাস্টিসের মূর্তি। জানা গিয়েছে, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নির্দেশেই লাইব্রেরিতে নতুন মূর্তি রাখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, লেডি জাস্টিসের চোখের বাঁধন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন মূর্তিতে। সেই সঙ্গে হাত থেকে তরবারি সরিয়ে রাখা হয়েছে ভারতীয় সংবিধান। ঠিক যেভাবে ঔপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের বদলে ন্যায় সংহিতা চালু হয়েছে গোটা দেশে, সেভাবেই বিচারব্যবস্থার প্রতীকেরও ব্রিটিশ ছোঁয়া থেকে বেরিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন প্রধান বিচারপতি। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই নতুন মূর্তি তৈরি হয়েছে।

জোগান বাড়াতে ১০ জেলায় খুলবে পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পেঁয়াজের জোগান বাড়াতে দশটি জেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য কৃষি সমবায় গুলিকে ভর্তুকিও দেয়া হবে। কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে মোট ৯১৭টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ছকোটি টাকা ভর্তুকি ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে মালদা জেলায় ৫৭ টি মুর্শিদাবাদে ১১৩ টি, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ১২৪ টি করে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৭ টি হুগলিতে ১১৪ টি পূর্ব বর্ধমানের ১১৩ টি ,বীরভূম ও বাঁকুড়ায় ৭৯ টি করে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৭৭ টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই কেন্দ্রগুলিতে চাষিরা স্বল্প মূল্যে

নিজেদের উৎপাদিত পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সুযোগ পাবেন। এর ফলে লক্ষাধিক মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে বলে কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রগুলি তৈরীর জন্য সাড়ে সাতশো টি আবেদন জমা পড়েছে ।জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট কমিটি ইতিমধ্যে ৪০০টি গোলা তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গোলাগুলি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই জন্য উদ্যোগীদের বিশেষ অনুদান দিতে রাজ্য সরকার ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে প্রতিটি ছয় থেকে নয় ম্যাট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ৪ হাজার পেঁয়াজ গোলা রয়েছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসল ৩০টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড়-সহ যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এবার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম থেকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির পরিস্থিতির ওপর সরাসরি নজরদারি চালানো যাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এজন্য ৩০টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি বা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে উপকূলবর্তী এলাকায় বিপর্যয় তৈরি হলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেজন্যই এই উদ্যোগ। দু'বছর আগে পরীক্ষামূলকভাবে কাকদ্বীপ এবং সাগরের কয়েকটি জায়গায় এমন পাঁচটি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। এর ফলে সাম্প্রতিক মোকা ও রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের সময় ত্রাণ এবং উদ্ধার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে বলে ওই দফতর সূত্রে

জানা গিয়েছে। সেই সাফল্যকে সামনে রেখেই আরও বেশি জায়গায় ওই ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর, গোসাবা, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা সহ সুন্দরবনের আটটি ব্লকের বাছাই করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ক্যামেরাগুলি বসানো হয়েছে। বেশ কিছু প্রান্তিক এলাকাতেও ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সাধারণ সিসি ক্যামেরা থেকে এই ক্যামেরাগুলি অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমনকি বজ্রপাতেও এগুলির ক্ষতি হয় না।

আয়লা থেকে শুরু করে আমফান, ফণী, রেমালের মতো ঘূর্ণিঝড় গত কয়েক বছর ধরে আঘাত হানছে সুন্দরবনের উপকূলে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষজন। শুধু ঘূর্ণিঝড়ই নয়, নিম্নচাপের প্রবল বৃষ্টির কারণে নদী বাঁধ ভেঙে বন্যা কবলিত হচ্ছেন বহু মানুষ। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন বা দুর্যোগ চলাকালীন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলগুলি ঠিক কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বা কী পরিস্থিতি চলছে তা সঙ্গে সঙ্গে জানা সম্ভব হচ্ছে না প্রশাসনের পক্ষে। এই অবস্থায় সুন্দরবনের উপকূলে দুর্যোগের পরিস্থিতির সরাসরি খোঁজখবর নিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই অক্টোবর। ,৩০ শে আশ্বিন। বৃহস্পতিবার। কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি, থাকবে সন্ধ্যা ৫/১৯ মিনিট পর্যন্ত।। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশত্তরী বুধের মহাদশা কাল । মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(কার্তিক ব্রতরম্ভ। শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পুজো। দেবী মহালক্ষ্মী পুজো। আশ্বিন সংক্রান্তি।)

বিজ্ঞপ্তি

আমি Somdutta Das, পিতা- Rohini Das, সাং বাধরোড মালঞ্চপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-51 20190007018 আমার নাম Somdatta Das এবং আমার মাধ্যমিক (WBBSE) -এর ডকুমেন্টসে পিতার নাম Rohini Kumar Das হইয়াছে। ৬.৮.২০২৪ তারিখের নবদ্বীপ ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজেস্ট্রেটের ২৭৫৭ নং এফিডেভিটবলে Somdutta Das, S/O. Rohini Das ও Somdatta Das, S/O Rohini Kumar Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ও হইয়াছে।

আমমোক্তারনামার বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার তেহট্ট ১ ব্লক ও থানার অধীন ১০১ নং তেহট্ট মৌজার ৪২৫১ কৃষি খতিয়ানে ১৩৭৯ নং হাল দাগে স্নেহলতা বিশ্বাসের ওয়ারিশগণ নদীয়া জেলার সাং+পোস্ট ও থানা তেহট্ট নিবাসী শ্রী রাধেশ্যাম দেবনাথ, পিতা মৃত রাধাগোবিন্দ দেবনাথকে ২১ শতক জমির উপর জেনেরাল পাওয়ার দেন। উক্ত ক্ষমতার বলে উনি সাং+পোস্ট ও থানা তেহট্ট নিবাসী আনন্দ হালদার, পিতা মৃত সন্তোষ হালদার ও দেবরানী হালদার স্বামী আনন্দ হালদার উভয়কে ঐ সম্পত্তির ৪ শতক বিক্রয় করেন।

দলিলের বিবরণঃ পাওয়ার দলিলঃ ০০০৫৮/২০০৯, বহি নং : IV, অফিসঃ ডি এম আর কৃষ্ণনগর। কবলা দলিলঃ ০০৮০৫/২০১০, বহি নং: I, অফিসঃ এ ডি এম আর পলাশীপাড়া। উপরিউক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ে ও নামপত্তনে কারো কোনরকম আপত্তি থাকলে তেহট্ট ১ B.L. & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

NOTICE

Notice is hereby given to all concern that I, **Mazid Ali Shah** S/o Hayder Ali Shah, at - Shah Mahalla, P.O. Midnapore, P.S. Kotwali, Dist. Paschim Medinipur, **have lost one title deed No.- 2806/1987** of .0855 acre of District Sub Register executed by **Most. Saleha Khatun Bibi** in favour of **Mukim Hayder Shah** and **Mazid Hayder Shah** in respect of Plot No. 464/1813 and Plot No 466 in R.S. & LR Kh No. 405, and also **Deed No.- 2807/1987** area .0900 acre executed by **Most Saleha Khatun Bibi** in favour of **Hayder Ali Shah** in respect of Plot No. - 464 & 465 in R.S. & LR Kh No. 405 JL No. 173 Mouza - Miyabazar, P.S. Midnapore, Dist. Paschim Medinipur. Report of lost has already made **G.D.E. No. 1792 dated 28.09.2024** in Kotwali P.S. we want to create mortgage on the basis of certified copies of aforesaid title deeds for avail credit facility from SBI bank Midnapore Town Branch (code-011385). If anybody has any objection, he/she may make such objection before aforesaid bank within 7th days from the date of this publication failing which legal consequence will be follow.

TAPAS ADHYA (Advocate)
Enrolment No.:F/1063/2010
District & Session Judge's Court &
Kharagpur Sub-Divisional Court,
Paschim Medinipur

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এবারে চমক ভরা ধনতেরাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'চমক ভরা ধনতেরাস', যা চলবে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। 'ধনতেরাস' হল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর উৎসব। সোনা ও হীরের গয়না কেনার মাধ্যমেই এই উৎসব উৎযাপন করার রীতি রয়েছে।

তাই 'চমক ভরা ধনতেরাস' হল দীপাবলি উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সোনা ও হীরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী।

১৩ দিন ধরে চলা এই বিশেষ দিনগুলিতে থাকছে এমনই কিছু বিশেষ ধরনের গয়নার সম্ভার, যা ক্রেতাদের মন ছুঁয়ে যাবেই। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অফার। এই গয়নার সম্ভারের মধ্যে রয়েছে হাতে তৈরী সোনা ও হীরের গয়না, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং আধুনিক ডিজাইনের বিয়ের গয়না যা সকলের নজর কাড়বে। থাকছে সাধ্যের মধ্যে হীরের গয়না আর শ্যাম সুন্দর কোম্পানির নিজস্ব ডিজাইনার কালেকশন ও গ্রহরত্নের সম্ভারও।

এছাড়াও থাকছে পুরোনো সোনার গয়না বদল করে নতুন গয়না কেনার সুযোগ। সোনা ও রুপোর কয়েন সবই পাওয়া যাবে। সংস্থার ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'ধনসম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবতাকে বাড়িতে স্বাগত জানানোই এই ধনতেরাসের উদ্দেশ্য। আমাদের এই 'চমক ভরা ধনতেরাস' ১৯ বছর আগে শুরু হয়েছিল। যাতে ক্রেতারা ওই বিশেষ দিনে সোনা, হীরের ও রুপোর গয়না কিনে তাঁদের পরিবারের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।' সংস্থার আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'আমরা আমাদের প্রিয় ক্রেতাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাঁরা আমাদের উপর নিরন্তর তাঁদের ভরসা বজায় রেখেছেন।'

সিউড়ি মৌমাছি মোড়ে সাহা বাড়ির লক্ষ্মীপুজো।

এবার ২৬তম বর্ষে দুর্গাপুজো জনগনের তোলা চাঁদাতেই পুজো সারল কসবার কলকাতা ফ্রেন্ড অ্যাসোসিয়েশন কমিটি। তাই জাঁকজমক নয়, আড়ম্বর নয়, আন্তরিকতাকেই প্রাধান্য দিতে চেয়ে পুজো সম্মন্ন হয়। প্রায় তিন হাজার মানুষকে কম্বল বিতরণ-সহ পুজোয় ভোগ বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্মীলাভের আগেই পকেট ফাঁকা, অগ্নিমূল্যে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে প্রতি বছরের মতোই এই বছরেও বাঙালির ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। দুর্গা পুজোর বিজয়ার পরে বুধবার রাতে কোজাগরী পূর্ণিমার তিথিতে হিন্দু ধর্মের গৃহ দেবীর আরাধনায় ব্রত হল অধিকাংশ বাঙালি পরিবারের ঘরে ঘরে। তবে ধন ও সৌভাগ্যের দেবীর আরাধনা করতে পুজো উপাচারের ফুল, ফল থেকে সবজি কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্ত বাঙালির। এই বছর সবকিছুরই আগুন ছোঁয়া দাম। যা প্রায় মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। সদ্য সমাপ্ত হয়েছে বাঙালির সবচেয়ে বড় পুজো দুর্গোৎসব। তাই এমনিতেই মধ্যবিত্তের হাত টান। তারপরই লক্ষ্মী পুজোর বাজারের যা দাম, তাতে ইচ্ছা থাকলেও নমো নামো করেই পুজো সারতে হচ্ছে সকলকেই। লক্ষ্মী পুজোর দিনে দেবীকে যে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়, তাতেও বাঁধ সেধেছে সবজির চড়া দাম। এক কথায় লদী পূজার আগেই পকেটের লক্ষ্মী ফাঁকা হচ্ছে মধ্যবিত্ত বাঙালির।

আন্দুল বাজারে পুজোর বাজার করতে আসা ক্রেতা সঞ্জয় জানা বলেন, 'প্রতি বছর বাড়িতে পুজো হয়, এবারে যে জিনিসে হাত দিচ্ছি, তাতেই দাম বেশি। যতটুকু নিয়ম মেনে পুজোতে দিতে হয়, তাই অল্প করে কিনেছি। বাড়িতে খিচুড়ি ভোগ হয়, সবজির দামও আকাশ ছোঁয়া। টমেটো ১৫০ টাকা ছুঁয়েছে। মা কে সন্তুষ্ট করতে যতটুকু করতে হয় করা হচ্ছে।'

পুজোর জন্য অতি আবশ্যিক ফল। আর ফলের বাজারে বিক্রেতাও বলছেন এবারে বাজার বেশ চড়া রয়েছে। আন্দুল ফল বাজারের এক ফল বিক্রেতা আরমান বলেন, 'জিনিসের দাম বেশি আছে। এই দামের জন্য অল্প পরিমাণে কিনছেন ক্রেতারা।' মানিক বিশ্বাস নামে অপর এক ক্রেতা বলেন 'সদ্য দুর্গা পুজো গেল, মানুষের পকেট ফাঁকা। এই অবস্থার মধ্যে যদি চড়া দাম হয় সাধারণ মানুষ কি করবে। আপেল ৮০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা হয়েছে, আলু ৩৫ টাকা হয়েছে। জিনিসের দ্রব্যমূল্যের মধ্য দিয়েও লক্ষ্মী লাভের আশায় পূজা সারছি।'

আমমোক্তারনামার বিজ্ঞপ্তি

পঃ: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং: ২৭/০২/২০১৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি ১/ পবিত্র মন্ডল পিতা মৃত ষষ্টিপদ মন্ডল, সাং ও পোঃ- জুনবেদিয়া থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন:-৭২২১৫। ২/ তপন ঘোষ পিতা মৃত সুবোধ ঘোষ, সাং-কৃষ্ণনগর রোড ষ্টেশন পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৫৪ নং সুবর্ণবিহার মৌজার আর.এম. ও এল আর ৪৪১৬ এবং ৪৪১৭ দাগের, এল. আর ১৫৫৫৮ খতিয়ান থেকে ১৯ শতক + ১৯ শতক একুনে মোট ৩৮ শতক সম্পত্তি গত ইং ২৮/১১/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-14149/2022 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক রুমা কুমার স্বামী- মৃত্যুঞ্জয় কুমার, সাং মজুমদারনগর, থানা ও পোঃ- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, মহাশয়ার দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে ১/ বিশ্বজিৎ কর্মকার পিতা মৃত গুরুদাস কর্মকার সাং দজীপাড়া লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ২/ রূপম ব্যানার্জী পিতা বিমল কান্তি ব্যানার্জী সাং দোগাছী উত্তরপাড়া, পোঃ দোগাছী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৩/ জয়ন্ত ঘোষ পিতা মৃত নিমাই ঘোষ সাং এল.মি.ঘোষ মরনী, চকেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৪/ বিভীষণ মাহা পিতা মন্ত্রোষ মাহা সাং মন্ত্রা মাঠপাড়া, পোঃ- যুণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার ১৮/০৮/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৮৪৬৫/২০২৩ নং দলিলে আর. এম. ও এল. আর দাগ ৪৪১৬ এবং ৪৪১৭, এল, আর খতিয়ান ১৫৫৫৮ থেকে ১৯ শতক + ১৯ শতক একুনে মোট ৩৮ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর - ১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

KOUSIK DAS, Advocate
Krishnagar, Judge's Court

জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। ২০৫০ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কলকাতা মহানগরির জলপথ পরিবহণকে আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ও পরিবহণ দফতর যৌথ ভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে। পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নে আনুমানিক খরচের সম্ভাব্য উৎস সংক্রান্ত রূপরেখাও থাকবে মাস্টার প্ল্যানে থাকবে । অন্যদিকে স্থলপথে দূষণ কমাতে ব্যাটারি, বায়ো ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর

পরিকল্পনা, কলকাতা বন্দরকে কাজে লাগিয়ে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর রূপরেখার ওপরেও আলোকপাত করা হবে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, রাস্তায় যে ভাবে গাড়ির চাপ বাড়ছে তাতে জলপথই বিকল্প। সেজন্যেই এই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়াতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন সুন্দরবনের বহু প্রত্যন্ত এলাকায় রো-রো ভেসেল পরিষেবা চালু হচ্ছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় অনেক নতুন জেটি তৈরি করা হচ্ছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, ৩০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার

‘আমরা ওরা’র চক্করে সিঁদুরে মেঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া

অশোক সেনগুপ্ত

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চূড়ান্তকরণ এখনও বিশ বাঁও জলে। স্থায়ী উপাচার্যর অভাবে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক অনেক কাজ আটকে আছে। এরকম অবস্থায় শুক্রবার থেকে উপাচার্য পদের আবেদনকারীদের পর্যায়ক্রমে ডাকা হচ্ছে সাক্ষাৎকারের জন্য। কিন্তু ‘আমরা ওরা’-র চক্করে যে অবস্থা, অভিজ্ঞ মহল মনে করছে ফের আইনি জটে হোঁচট খাবে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া।

‘আমরা ওরা’-র একটা বড় নিদর্শন হল, রাজ্যপাল নিয়োজিত কয়েকজন অস্থায়ী উপাচার্যকে সাক্ষাৎকারে ডাকাই হয়নি। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ শান্তা দত্ত (দে)। তাঁর মূল ‘অপরাধ’ আচার্য-রাজ্যপালের কথায় তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থমকে যেতে বসা কিছু কাজের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিন্ডিকেটের বৈঠক ডেকেছিলেন। সেটায় বাধাদানের জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নামে ‘বহিরাগতরা’ ওই বৈঠকের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চড়াও হয়। গভীর রাতে পুলিশি হস্তক্ষেপে মুক্তি পান উপাচার্য। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়ে সমর্থন করেন হামলাকারীদের।

‘আমরা ওরা’-র আর একটা বড় নিদর্শন হল, বামঘেঁষা অধ্যক্ষ পরিষদের যেসব কর্মকর্তারা রয়েছেন, তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই পদের আবেদনপত্রে বর্ণিত আবশ্যিক যোগ্যতা তাঁদের থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দুয়োরানি। অথচ, শিবির বদলে বর্তমানে ঘাসফুলের ঘনিষ্ঠ একাধিক প্রাক্তন অধ্যক্ষ সাক্ষাৎকারে ডাক পেয়েছেন।

‘আমরা ওরা’-র আর একটা বড় নিদর্শন দক্ষিণ কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি রাজ্যের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে তোয়াজ না করে শক্ত হাতে দুর্নীতি দমন করার পথে হেঁটে সফল হয়েছেন, তাঁকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা। এই চেষ্টা এতটাই তীব্র যে, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ঘোষণার পর এক অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা দফতরে এক কর্তাকে বলেছিলেন, ওঁদের আবেদনপত্র যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়। যদিও সেটা করা যায়নি।

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় শিক্ষাকর্তা গৌতম পালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বছর সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রয়োজনে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথাও বলেছিলেন বিচারপতি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন গৌতমবাবু। ২০২২-এর ২৪ অগস্ট তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি করে রাজ্য। বর্তমান উপাচার্যকে সরিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব তাঁকেই দিতে চায় রাজ্য।

গত অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে উপাচার্যদের আবেদন করার ঘোষণা করা হয়। বলা হয় এক মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্নরা রাজ্যের শিক্ষা দফতরে আবেদনপত্র পাঠাবেন। এই নিয়োগ পর্বে বেশি আকর্ষণ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই প্রতিষ্ঠানে রাজ্যের প্রথম পছন্দ ডঃ সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সম্ভাব্য হিসাবে প্রকৃত গবেষণামনস্ক ডঃ আশুতোষ ঘোষও আছেন তালিকায়। তিনি নিজে অবশ্য এই ব্যাপারে মোটেই তৎপর নন। তিনজনের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবিত তালিকায় তৃতীয় নামটি থাকার সম্ভাবনা ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই বর্তমান সহ-উপাচার্য তথা প্রাক্তন অস্থায়ী উপাচার্য, প্রবীন বিজ্ঞানতাপস ডঃ আশিস চট্টোপাধ্যায়ের। চূড়ান্ত নাম বাছাইয়ের কথা আচার্য-রাজ্যপালের। সূত্রের খবর, কলকাতায় কোনওভাবে না হলে রাজ্যের ইচ্ছে সোনালিদেবীকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার।

১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে উপাচার্য নিয়োগের সাক্ষাৎকার-পর্ব। চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রায় আড়াই হাজার আবেদনকারী থেকে বাছা হয়েছে পাঁচশোরও বেশি নাম। ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই আবেদন করেছেন, এমন আবেদনকারীও আছেন। প্রতিটির জন্য বাছা হয়েছে প্রার্থীদের নাম। এঁদের মধ্যে আছেন ৬৭ বছর বয়সী দুই প্রাক্তন উপাচার্য। ক’মাস ধরে আবেদনকারী শাসক দলের ঘনিষ্ঠদের কাটাতে হচ্ছে বিনিদ্র রজনী। পছন্দের প্রতিষ্ঠানের কর্তার কুর্সি পাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা সকলেই যথেষ্ট আশাবাদী। অনেকেই বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ করছেন, কে, কোথায় কোথায় সাক্ষাৎকারের ডাক পেলেন। ৬৭ জন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদকে এই বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তৈরি হয়েছে ৫ জনের সন্ধান কমিটি।

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতকে সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিয়োগপর্ব এবং বাছাইপ্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এবং রাজভবনে কিছু অভিযোগপত্র পৌঁছে গিয়েছে। ৮ জুলাই, ২০২৪ বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, যেহেতু দু’পক্ষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়েছে, ভিসি নিয়োগে অমান্যের অভিযোগ নিয়ে কোনও পক্ষের আপত্তি গৃহিত হবে না। কিন্তু এমন কিছু লিখিত অভিযোগ উঠেছে যা আইনি দিক থেকে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তাই ওয়াকিবহাল মহল সিঁদুরে মেঘ দেখছে। সুপ্রিম কোর্ট যে সময়সারণি বেঁধে দিয়েছিল, তাতে ৭ অক্টোবরের মধ্যে বিধি মেনে রাজ্যপাল চূড়ান্ত তালিকায় অনুমোদন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ‘আমরা-ওরা’ তত্ত্ব অন্তসলিলাফল্গুর মত যে প্রখর চোরাস্রোত তৈরি করেছে, তাতে দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধান আশা করছেন না অভিজ্ঞরা।

লক্ষ্মী পুজোর উপলক্ষ্যে মল্লিক ঘাট ফুলের মার্কেটে ক্রেতাদের ভিড়।

অভয়ার সুবিচারে গান গেয়ে বিপাকে হোমগার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার সুবিচারের দাবিতে গান গেয়ে চরম বিপাকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে কর্মরত ট্রাফিক হোমগার্ড কাশীনাথ পাণ্ডা। সঙ্গে এ খবরও মিলছে, তাঁকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সুবিচারের আশায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

সূত্রের খবর, বছর পাঁচেক ধরে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে বেলঘড়িয়া থানায় ট্রাফিক হোমগার্ডের চাকরি করছিলেন কাশীনাথ। এরইমধ্যে অভয়ার ঘটনায় যখন উত্তাল গোটা দেশ সেই আবহে ২১ অগাস্ট একটি প্রতিবাদী গান গেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন কাশীনাথ। অভিযোগ, তাতেই ক্ষুব্ধ কাশীনাথের ঊর্ধ্বতনেরা। এই ঘটনারই রেশ টেনে কাশীনাথের স্পষ্ট অভিযোগ, গান পোস্টের পরই লাগাতার নির্যাতনের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। হুমকি তো চলেছেই, সঙ্গে চালানো হচ্ছে মানসিক নির্যাতন। পদে পদে হেনস্থা করা হচ্ছে তাঁকে। এখানেই শেষ নয়। কাশীনাথের আরও অভিযোগ, অক্টোবর মাসের শুরু থেকেই কোনও অভিযোগ ছাড়াই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর গত ১০ অক্টোবর কোনও কারণ না দেখিয়ে তঁকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, এভাবে কী চাকরি থেকে কাউকে বসিয়ে দেওয়া যায়, এই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ কাশীনাথ।

কাশীনাথ জানাচ্ছেন, আরজি করের ঘটনায় তিনি শুরু থেকেই খুব বিচলিত ছিলেন। সে কারণেই একটি ভক্তি গীতিকে কিছুটা নিজের মতো পরিবর্তন করে গান করেন। কিছু লাইন জোড়ের মূল গানের সঙ্গে। কিন্তু তারপরই তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতনদের টার্গেট হয়ে যান। যদিও তাঁর দাবি, মত প্রকাশ তাঁর মৌলিক অধিকার। কিন্তু সেই বাক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, পুলিশে চাকরি করলেও কী প্রতিবাদ করা যাবে না তা নিয়েই। গত ১৪ অক্টোবর বিচার চেয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেদিন বিচারপতি পার্থসারথি সেনের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। পরবর্তী শুনানি ১৮ অক্টোবর।

বিকাশ ভবন থেকে নথি উদ্ধার সিবিআইয়ের, অস্বস্তিতে পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিকাশ ভবনের গোডাউন থেকে তল্লাশি চালিয়ে চঞ্চল্যকর নথি উদ্ধার সিবিআইয়ের। সেই নথি অনুসারে, ২০১৪ সালে টেট অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা পাঠিয়েছিলেন খোদ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সূত্রে খবর, ওই চাকরিপ্রার্থীরা যে পাশ করতে পারবেন না, তা ভাল করেই জানতেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ওই অযোগ্য প্রার্থী তালিকায় ৭৫২ জনের নাম ছিল। তার মধ্যে চাকরি পেয়েছেন ৩১০ জন। সিবিআই সূত্রে এমনই খবর মিলেছে। আগামীদিনে জেলে গিয়ে এই নথি দেখিয়ে ফের পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। এদিকে আবার এই নথিতে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে। ফলে আরও অস্বস্তিতে পার্থ।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রোমোটার অয়ন শীলকে জেলে গিয়ে জেরা করার জন্য আদালতে আবেদন করেছিল সিবিআই। যদিও কেন্দ্রীয় এজেন্সির আবেদনের বিরোধিতা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন শীলের আইনজীবীরা। এরপরই প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রোমোটার অয়ন শীলকে ‘শোন অ্যারেস্ট’ দেখানোর পর, এবার তাঁদের জেলে গিয়ে জেরা করতে চেয়েছিল সিবিআই। সেই মতো জেলে গিয়ে তাঁদের জেরাও করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ২৩ জুলাই ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের দাবি, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সম্প্রতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। তাই প্রথমে পার্থ চট্টোপাধ্যাকে শোন অ্যারেস্ট করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এরপর আদালতের অনুমতি নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে যান সিবিআই আধিকারিকরা।

পাঁচ জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরই আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক নির্বাচন কমিশন। আর সেই কারণেই বুধবার পাঁচ জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। সূত্রের খবর, বৈঠকে রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের স্পষ্টবার্তা রাজনৈতিক দলগুলি কোনও অভিযোগ করলে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না। পাশাপাশি প্রতিদিনের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সপ্তাহ ভিত্তিক রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

জেলাশাসকদের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী আধিকারিকের স্পষ্ট বার্তা, নমিনেশন পাওয়ার সময় দেখতে হবে যাতে কোনও ভুলভ্রান্তি না হয়। ইভিএম ভালো করে চেক করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিকবার চেক করতে হবে। যে কোনও অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। স্পর্শকাতর বুথ ও অঞ্চল কী রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে। ছটি আসনের উপনির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরেই পাঁচ জেলার জেলাশাসকদের এমনই নির্দেশ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের।

উপনির্বাচন অ্যাসিড টেস্ট তৃণমূলের, প্রার্থী বাছাইয়ে বিশেষ নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমান রাজনৈতিক আবহে ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচন কার্যত অ্যাসিড টেস্ট হতে চলেছে শাসকদলের কাছে। আগামী ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন রাজ্যের ছ’টি বিধানসভা কেন্দ্রে। এই তালিকায় রয়েছে নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর, তালড্যাংরা, মাদারিহাট এবং সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র।

এদিকে, আরজি কর ইস্যুতে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে এই নির্বাচন ঘিরে তাই কোমর বেঁধে মাঠে নামছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে প্রার্থী নিয়ে তাই ভাবনাচিন্তা করেই এগোবে ঘাষফুল শিবিরি। নৈহাটি বাদে বাকি সব আসনের ভোট গ্রাম কেন্দ্রিক। শাসকদল আশাবাদী গ্রামে তাদের ভোট অটুট রয়েছে।

অন্যদিকে নৈহাটি, কলকাতা থেকে কাছে। ফলে সেখানেও শহরাঞ্চলের ভোটারদের একটা প্রতিফলন ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছেই। মেদিনীপুর বিধানসভাতেও পুর ভোট ফ্যাক্টর হবে। সেই করাণে নিচু তলায় পরিচিতি, কোনও ধরনের অভিযোগ নেই এমন ব্যক্তিকেই প্রার্থী হিসাবে সামনে আনা হতে পারে। কয়েকটি আসনে মহিলা মুখকেও গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী এই উপনির্বাচনে শাসকদল সামনে আনবে। পাশাপাশি, গোষ্ঠীবাজির অভিযোগ যেন সেই প্রার্থীর বিরুদ্ধে না থাকে সেটিও দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে যে ৬টি কেন্দ্রে নির্বাচন তার মধ্যে সিংহভাগই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। মাদারিহাটে একমাত্র তৃণমূলের থেকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি।

সম্পন্ন হল হালিশহরের বড়মার কাঠামো পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বড়মা বলতেই সবার আগে মনে আসে নৈহাটির কথা। কারণ, নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মার সুখ্যাতি আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছে।

বড়মার মূল মন্ত্র, ধর্ম হোক যার যার, বড়মা সবার। যদিও নৈহাটির সন্নিকটে হালিশহর বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি সরণির পন্ডিত পাড়ার বড়মার খ্যাতি এখনও সেভাবে ছড়ায় নি। তথাপি হালিশহর অঞ্চলে এখানকার শ্যামা মা বড়মা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। হালিশহর সেভেন জুয়েলস্ ক্লাবের পরিচালনায় বড়মা পুজো এবারের ৪৭ তম বর্ষে পদার্পন করলো। বুধবার সকালে হালিশহরের বড়মা-র খুঁটি পুজোর পাশাপাশি কাঠামো পুজোও অনুষ্ঠিত হল। হালিশহরের বড়মার মূল মন্ত্র, ‘জন্ম হোক যেথা সেথা, বড়মা সবার ভাগ্য বিধাতা।’ পুজো উদ্যোক্তারা জানান, ১৯৭৮ সালে হালিশহর পন্ডিত পাড়ায় কালী পুজোর প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তীতে এখানকার পুজো বড়মার পুজো হিসেবে জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে।

উপনির্বাচনের ফল নিয়ে ‘ভবিষ্যদ্বাণী’ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ৬টি বিধানসভা আসনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৩ নভেম্বর এই ৬ আসনে ভোটগ্রহণ। উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই ভোটের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তৃণমূল মুখ পাত্র কুণাল ঘোষ। ৬ আসনের মধ্যে তৃণমূল কটা জিতবে বা সিপিএম কি কোনও আসন পাবে তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ভবিষ্যদ্বাণী’ করলেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের যে ৬টি আসনে উপনির্বাচন হবে, সেই আসনগুলি হল তালডাংরা, সিতাই, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর ও মাদারিহাট। এই আসনগুলির বিধায়করা চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে জিতে সাংসদ হয়েছেন। তারপর বিধায়ক পদ ছেড়েছেন। এই ৬টি আসনের মধ্যে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচটি জিতেছিল তৃণমূল। মাদারিহাট আসনটি জিতেছিল বিজেপি।

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল লিখেছেন, এবারের উপনির্বাচনে তৃণমূল ৬টি আসনেই জিতবে। আর ৬টি আসনেই সিপিএম তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে থাকবে। বিধানসভায় বামেদের কোনও বিধায়ক না থাকা নিয়ে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ৬টা শূন্য পাবে সিপিএম। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে কোনও আসন জিততে পারেনি বামেরা। তা নিয়ে ‘শূন্য’ সিপিএমকে প্রায়ই খোঁচা দেন কুণাল ঘোষ। আরজি কর কাণ্ডে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সিপিএম নেতারা। ভোটের ফলাফলা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে এই নিয়েও খোঁচা দেন কুণাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্টে তিনি লেখেন, যারা ইদানিং মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াতে লাফাচ্ছে, সেই সিপিএম, লিখে রাখুন, ৬ টাতেই আবার তৃতীয় বা চতুর্থ।

উপনির্বাচনে রাজ্যের শাসকদল কি ৬টি আসনই জিতবে? বামেরা কতটা লড়াই দেবে? সেই উত্তর জানা যাবে ২৩ নভেম্বর। কারণ, ওইদিন ভোটের ফলাফল। কুণালের ভবিষ্যদ্বাণী মিলবে কি না, তার জন্য এখন শুধুই অপেক্ষা।

সিবিআইয়ের র‍্যাডারে আরজি করের দুই চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের দুর্নীতিকাণ্ডে সিবিআইয়ের আতস কাচের তলায় দুই চিকিৎসক। সিবিআই র‍্যাডারে চিকিৎসক দেবাশিস সোম, সুজাতা ঘোষ। দুই চিকিৎসকের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সক্রিয় যোগ রয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ভবনকে আর্জি জানিয়েছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের এই চিঠির জবাব গেছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকেও।

সূত্রে এ খবরও মিলছে, দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কী ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ তা সিবিআইয়ের কাছে জানতে চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের হলফনামাতেও বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, গ্রেফতার হয়েছেন আশিস পাণ্ডে। এবার আরও দুই চিকিৎসককে নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। স্বাস্থ্য ভবনকেও সিবিআইয়ের তরফে চিঠি লিখে এই দুই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিবিআই-ও তাঁদের তদন্ত প্রক্রিয়া মেনে ব্যবস্থা নিতে পারে, সেই ইঙ্গিত রয়েছে চিঠিতে।

প্রসঙ্গত, আরজি করে গত ৯ অগাস্ট ঘটনার দিন সেমিনার রুমে দেবাশিস সোমের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। দুর্নীতি কাণ্ড থেকে তিলোত্তমা কাণ্ডে বারবার জড়িয়েছে তাঁর নাম। অন্যদিকে নাম উঠেছে এসেছিল সুজাতা ঘোষেরও। প্রসঙ্গত, ৩০ সেপ্টেম্বর যখন সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময় জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেছিলেন। সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ অনেক প্রভাবশালী চিকিৎসকের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। পাল্টা রাজ্যের তরফে রাকেশ দ্বিবেদী জানিয়েছিলেন সিবিআই যদি তাঁদের তালিকা দেয় তাহলে তাঁরা সেই মতো ব্যবস্থা নেবে।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের স্টাফ ও আধিকারিক মিলিয়ে ৫ জনকে নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়। এই তলবের পরই নথি নিয়ে ৫ জনই হাজির হন সিবিআই দফতরে। এদিকে, আরজি করের দুর্নীতি মামলার তদন্তে আবারও ইডির জেরার মুখে সন্দীপ ঘোষ। মঙ্গলবার আরজি কর দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে যায় ইডির একটি দল। কারণ, আরজি কর দুর্নীতি কাণ্ডে এবার নজরে সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক, গ্রেফতার হওয়া আশিস পাণ্ডের একাধিক ইউপিআই লেনদেন। তাঁর ইউপিআই লেনদেন ঘিরে সিবিআইয়ের দাবি, ঘুষের টাকা এসেছে ইউপিআই লেনদেনের মাধ্যমেই। শুধু তাই নয়, তদন্তে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে আশিস পাণ্ডের আরজি কর দুর্নীতি মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্তদের সঙ্গে গভীর যোগসাজশ ছিল। অন্তত তেমনই দাবি সিবিআই সূত্রে। এরই পাশাপাশি ইডি সূত্রে দাবি, তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক আর্থিক লেনদেন এবং বেআইনি টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রের খবর, সেই তথ্য প্রমাণগুলি সামনে রেখেই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আলিপুর আদালতে আবেদন জানানো হয় ইডি-র তরফে। এরপরই আদালতের মান্যতা পেতেই মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি জেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যান তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

গ্রেফতার কিষেণজির স্ত্রীর পোথুলা কল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাওবাদী নেতা কিষেণজির মৃত্যুর প্রায় ১৩বছর পর গ্রেফতার করা হল তাঁর স্ত্রী তথা মাওবাদী নেত্রী পোথুলা কল্পনাকে। তেলেঙ্গানা পুলিশের স্পেশ্যাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করে এই মাওবাদী নেত্রীকে। সূত্রের খবর, মাওবাদী সংগঠনের সাউথ সাব জোনাল ব্যুরোর ইনচার্জ ছিলেন পোথুলা কল্পনা ওরফে সুজাতা। ২০১১ সালে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় কিষেনজির। তারপর থেকে সুজাতার আর কোনও খোঁজ ছিল না।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজাতার বয়স ৬০ বছর। তেলেঙ্গনার বাসিন্দা তিনি। তাঁর ঠিকানা হিসেবে পুলিশ উল্লেখ করেছে, তেলেঙ্গনার জগুলাম্বা গাড়োয়াল জেলার পেঞ্চিকালপেট গ্রাম। শিক্ষাগত যোগ্যতা হল স্নাতক উত্তীর্ণ। ঠিক কোথা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্টভাবে তেলেঙ্গানা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়নি।

প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিষেণজি। সুজাতাও কিষেনজির সঙ্গেই মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিষেণজির জন্ম হয়েছিল তেলেঙ্গনার করিমনগর জেলার পেদাপল্লী গ্রামে। এরপর ৫৫ বছর বয়সে মেদিনীপুরে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তাঁর। বাংলায় তথা গোটা দেশে মাওবাদী সংগঠনের কাছে কিষেনজির এই মৃত্যু ছিল একটা বড় ধাক্কা। অনেকেই মনে করেন, কিষেণজির মৃত্যুর পর এ রাজ্যে মাও কার্যকলাপ ধাক্কা খায়। সেই সময় মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন মনোজ ভার্মা। শিলদা হামলায় দায় স্বীকার করেছিলেন কিষেণজি। এরপর দীর্ঘদিন তাঁর কোনও খোঁজ ছিল না। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও সাফল্য পাচ্ছিল না। পরে তৃণমূল সরকার যে বছর ক্ষমতায় আসে, সেই ২০১১ সালে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তাঁর।

সম্পাদকীয়

দরিদ্র ও দলিত মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিচার কি কেউ চেয়েছে এই দেশে?

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র পরিসংখ্যান, ২০২২ সালে দেশে ৩১০০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে (ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা ঘটে ২৪৮টি); প্রতি দিন গড়ে ৮৫টি, প্রতি ঘণ্টায় ৪টি এবং প্রতি পনেরো মিনিটে একটি ধর্ষণ। মহিলারা এ দেশে কতটা অসুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়। সমাজ নারীকে সর্বদাই দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করে। ভাবা হয় তাদের প্রতি নিপীড়ন ও বৈষম্য করা যেতে পারে। ভারতে নারীদের ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির মতো ভয়ঙ্কর প্রবণতা চিরকাল বর্তমান। ভারতের শোষণ কাঠামোয় লিঙ্গ পরিচিতি একটি অন্যতম দিক। প্রথমেই বলি সাম্প্রতিক ভারতে নৃশংস কয়েকটি ধর্ষণের কথা। ২০০৬ সালের খৈরলাঞ্জি হত্যাকাণ্ড। যেখানে দলিত মহিলা ও তাঁর মেয়েকে নগ্ন করে হাঁটিয়ে বার বার ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে উন্নাওয়ের কুখ্যাত ধর্ষণের ঘটনাতে নিগৃহীতা ছিল দলিত নাবালিকা। ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের উত্তরপ্রদেশের হাথরস জেলায় চার জন পুরুষ ১৯ বছর বয়সি এক দলিত মেয়েকে গণধর্ষণ করে। পরে দিল্লির একটি হাসপাতালে মেয়েটি মারা যায়। ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশের ললিতপুর জেলার ১৩ বছরের এক দলিত কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়। উপরের চারটি ঘটনাতেই ধর্ষকরা ছিলেন উচ্চবর্ণের পুরুষ। অঙ্কের হিসাবে দেশে প্রতি দিন গড়ে দশ জন দলিত মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যা উদ্বেগজনক। আজও নিচু জাতের মেয়েরা বর্ণপ্রথার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের শিকার। তার একমাত্র কারণ লিঙ্গবৈষম্য, জাতপাতের বেড়া আর অর্থনৈতিক বঞ্চনা। ভারতীয় সংবিধান মহিলাদের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। তবুও দলিতরা প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হন। আইনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি সুবিচার করে না। কারণ; আইনি সাহায্য নেওয়ার জন্য অভিযোগ দায়ের করা থেকে শুরু করে বিচার পাওয়া অবধি পুরো যাত্রাটি একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। অর্থনৈতিক ভাবে তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল। এ ছাড়া থাকে পুলিশ এবং আইনি ব্যবস্থার উপর উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দখলদারি। আর জি কর কাণ্ড সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের প্রেরণা জুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্য যে দলিত মহিলারা ইটভাটায় কাজ করেন, তাঁদের অনেকেই ধর্ষিত হন, এ কথা অনেকের জানা। নিরাপত্তাহীন এই মহিলাদের কথা কে বলবে? প্রশ্ন রইল দেশ তথা রাজ্যের প্রতিবাদী রাজনৈতিক দল ও শাসকের কাছে।

শব্দবাণ-৭৩

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্যাঁচা ২. তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিশন বা সমিতি ৫. ঈশ্বর ৮.আমি মারা গেলাম ৯. দরিদ্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.বদমায়েশি ৩. শরীর, দেহ ৪. ভাল কাজ করলেই এটা অর্জন করা যায় ৬. একদিন ৭. মাফ, অব্যাহতি।

সমাধান: শব্দবাণ-৭২

পাশাপাশি: ১. কমলাসনা ৪. চম্পা ৫. তমস ৭. রসদ ৯. মালা ১১.পরিচালন।

উপর-নীচ: ১. কলকাতা ২. লাট ৩. নাচঘর ৬. সংলাপ ৮. দংশন ১০. প্যাঁচা।

জন্মদিন

আজকের দিন

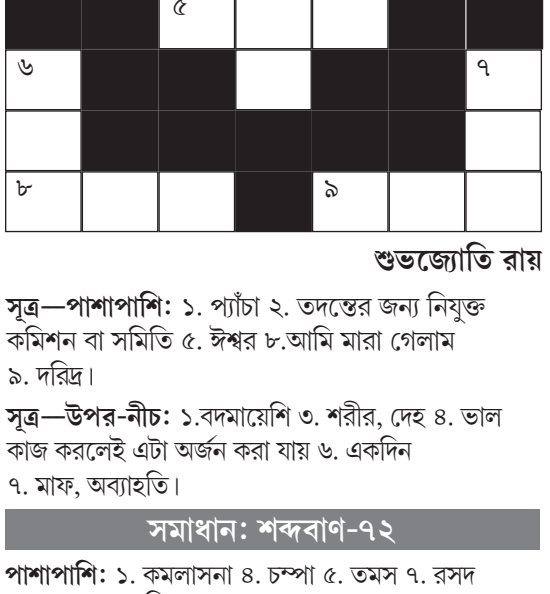

মিলখা সিং

১৯৩৫ *বিশিষ্ট দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অনিল কুম্বলের জন্মদিন।*

দুর্গাপূজা ও মহিষাসুরের ভিন্ন কাহিনী এবং আদিবাসী প্রসঙ্গ

এস ডি সুব্রত

সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। অসুর বধ এবং দেবী দুর্গা হচ্ছে দুর্গাপূজার অন্যতম প্রসঙ্গ। অনিল অসুর বিবিসি বাংলাকে এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, 'আসলে মানুষের মনে ওরকমই একটা ছবি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা খলনায়ক, আমাদের ওইরকম দানবের মতো দেখতে। যারা মহিষাসুর সহ আমাদের পূর্বপুরুষদের পরাজিত করে আমাদের জমি-জঙ্গল দখল করে নিয়েছে, মানুষের মনে অসুর সম্পর্কে এরকম ধারণাটা তারাই তৈরি করেছে। কিন্তু সেটা তো আসলে আর্য-অনার্যদের লড়াইতে আমাদের ছলচাতুরী করে পরাজিত করার কাহিনী।' এই উপজাতির সদস্য এবং নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে হিন্দু বাঙালীদের দুর্গাপূজায় যে মহিষাসুর বধের কাহিনী রয়েছে, তিনি এই অসুর উপজাতিরই পূর্বপুরুষ, মহা-বিক্রমশালী এক আদিবাসী রাজা ছিলেন। তবে হিন্দু পুরাণ বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মধ্যে আবার দুর্গাপূজার কাহিনী আদৌ আর্য-অনার্যদের লড়াই কী না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। জ্যোতিরাও ফুলে অথবা বি আর আম্বেদকরের মতো দলিত-আদিবাসী শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে যারা ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন, তারা এই কাহিনীকে আর্য-অনার্যদের মধ্যে লড়াই বললেও হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতরা তা মানেন না। অনিল অসুর 'অসুর' তপশীলি উপজাতির মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার আর ঝাড়খণ্ডে তপশীলি উপজাতিদের যে সরকারি তালিকা আছে, তার মধ্যে প্রথম নামটিই এই অসুর উপজাতির। ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় থাকেন অনিল অসুর। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিআইয়ের সদস্য। দুবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন। তারা পেশাগত ভাবে পাথর গলিয়ে লোহা বার করার কাজ করে থাকেন। সেই প্রাচীন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করেন তারা। তবে অনেক অসুরই অন্যান্য পেশাও বেছে নিয়েছেন এখন। তযেমন আমার বাবা তো স্কুল শিক্ষক ছিলেন। বাবার কথায় মনে পড়ল, একবার দুর্গাপূজার সময়ে আমার মা পূজা দিতে যাচ্ছিলেন, বাবা কিছুটা স্বগতোক্তি করেই বলেছিলেন, 'হুঁঃ, চলল আমাদের পূর্বজদের হত্যাকারিণীকে পূজা দিতে।', অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায় এখনও বিশ্বাস করে যে ''দুর্গা আমাদের পূর্বপুরুষ মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন। এরপর থেকে আর কখনও আমার মা দুর্গাপুজো দিতেন না।'' 'আমরা মহিষাসুরেরও পুজো করি না। তার কোনও বিগ্রহ বা প্রতিকৃতি অসুর পরিবারে থাকে না। আমরা শুধু মনে মনে তাকে প্রণাম জানাই, স্মরণ করি। তবে এখন আদিবাসী সমাজ দুর্গাপূজার সময়ে যে অসুর পুজা বা অসুর স্মরণ করছেন, সেগুলো একটা পৃথক সামাজিক আন্দোলনের অংশ। এই সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা পাল্টা আখ্যান তৈরি হচ্ছে,' বলছিলেন অনিল অসুর। হিন্দু পুরাণে যেমন মহিষাসুর আর দেবী দুর্গার যুদ্ধের কাহিনী আছে, আদিবাসী লোকগাথাতেও সেই কাহিনী রয়েছে, কিন্তু দুটি কাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু পুরাণের গবেষক শরদিন্দু উদ্দীপনের মতে 'মহিষাসুর ছিলেন অত্যন্ত বলশালী এবং প্রজাবৎসল এক রাজা। আদিবাসীদের প্রচলিত লোকগাথা অনুযায়ী এক গৌরবর্ণা নারীকে দিয়ে তাদের রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল।'

'এক গৌরবর্ণা নারীই যে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তা হিন্দু পুরাণেও আছে। দেবী দুর্গার যে প্রতিমা গড়া হয়, সেখানে দুর্গা গৌরবর্ণা, টিকলো নাক, যেগুলি আর্যদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। দুর্গার আরেক নাম সেজন্যই গৌরী। অন্যদিকে মহিষাসুরের যে মূর্তি গড়া হয় দুর্গাপূজায়, সেখান তার গায়ের রঙ কালো, কোঁকড়ানো চুল, পুরু ঠোঁট। এগুলো সবই অনার্যদের বৈশিষ্ট্য,' ব্যাখ্যা করছিলেন তথ্যচিত্র নির্মাতা সুমিত চৌধুরী। শরদিন্দু উদ্দীপন আরও বলছিলেন যে আর্যরা ভারতে আসার পরে তারা কোনোভাবেই মহিষাসুরকে পরাজিত করতে পারছিল না। তাই তারা একটা কৌশল নেন। একজন নারীকে তারা ব্যবহার করেন মহিষাসুরকে বধ করার জন্য। 'রাজা মহিষাসুরের সময়ে নারীদের অত্যন্ত সম্মান দেওয়া হত। একজন রাজা কোনও নারীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না, বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না, এরকমটাই ধারণা ছিল আর্যদের। তাই তারা এক নারীকে এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন বলেই আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করে, 'বলছিলেন হিন্দু পুরাণ গবেষক শরদিন্দু উদ্দীপন। তার কথায় দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের কাহিনী আসলে আর্য-অনার্যদের লড়াইয়ের কাহিনী। এই একই কথা বলেছেন অনিল অসুরও। শরদিন্দু উদ্দীপন অবশ্য দলিতদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরাণের গবেষণা করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উনবিংশ শতকে পৌরাণিক কাহিনীগুলির বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেছিলেন সামাজিক কর্মকর্তা ও ইতিহাসবিদ জ্যোতিরাও ফুলে।

হিন্দুদের অবতার ও দেবদেবীদের আলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন ভারতের আদিবাসীদের লোকগাথা ও ইতিহাস। তারপরে মি. ফুলের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান ভারতের সংবিধান রচয়িতা বি. আর. আম্বেদকর। পুরাণ ও লোককথার ওপরে ভিত্তি করে তিনি আর্য ও অনার্যদের সংঘাতকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার লেখাতেই প্রথম বলা হয় দানব, রাক্ষস, দৈত্য, কিন্নর, নাগ, যক্ষ এরা সব মিলে যে অসুর সম্প্রদায়, তারা আসলে মানুষই ছিলেন। তিনিই প্রথম এই অসুর সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গ বৈদিক অ্যাকাডেমির প্রধান নবকুমার ভট্টাচার্য বলছিলেন যে আর্য-অনার্যদের লড়াইয়ের যে তত্ত্ব, সেটা কিন্তু আগে শোনা যায় নি। তবেদ, পুরাণ, উপনিষদে ছড়িয়ে রয়েছে দুর্গাপুজোর কাহিনী। আবার বেদের মধ্যেই এটাও আছে যে অসুর মানেই খারাপ, তা কিন্তু নয়। মহিষাসুর বধের কাহিনী আমরা দেখি, সেটা কিন্তু পুরো অসুর সম্প্রদায়কে বধের ঘটনা নয়। এটা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির লড়াইয়ের ইতিহাস।" 'পুরাণে তো আমরা ভাল অসুরও দেখতে পাই, যেমন ময়দানব। তিনিও তো অসুরই ছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা কারিগরি বিদ্যার দেবতা বলে যাকে পুজো করেন, সেই বিশ্বকর্মার পরেই স্থান ছিল এই অসুর ময়দানবের। তিনি কারিগরি বিদ্যায়, নির্মাণের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন।' চণ্ডী এবং কালিকাপুরাণ উদ্ধৃত করে নবকুমার ভট্টাচার্য বলছিলেন, 'যখন মহিষাসুর মারা যাচ্ছেন, তখন তিনি দেবী দুর্গার কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। তার মধ্যে কোনও পাপবোধ ছিল বলেই তো সে আত্মসমর্পণ করে বলছে যে আমি যেন তোমার সঙ্গে থাকতে পারি, তোমার সঙ্গেই পুজো পাই। তার মধ্যে যে সংশোধনের ভাবনাটা এসেছে, তার জন্যই তাকে পূজা করা হচ্ছে।' তিনি এও বলছিলেন যে দুর্গাপূজার নানা নিয়মরীতির মধ্যেই কিন্তু আদিবাসী সমাজের অনেক প্রথা আজও চালু আছে , যেমন নবপত্রিকার পূজা। সেটা তো আদতে আদিবাসীদের প্রকৃতি পূজা। আবার তামসিক পদ্ধতিতে যে দুর্গাপূজা হয়, সেটা তো কিরাত, শবরদের পূজা। তারা তো আদিবাসীই। শরদিন্দু উদ্দীপনা বলছিলেন, 'কোথাও অরন্ধন পালন করা হয়, কোথাও জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকেন আদিবাসীরা, যাতে দুর্গাপূজার যে উৎসব, সেই মন্ত্র বা ঢাকের শব্দ যাতে তাদের কানে না যায়। 'দুর্গাপূজার এই সময়ে তারা অশৌচ পালন করেন এবং ভুয়াং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচ হয়। দাসাই নাচ করেন তারা, যেখানে পুরুষরা নারী যোদ্ধার ছদ্মবেশ ধারণ করে কান্নার সুরে গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। তাদের গানটা এরকম 'ওকার এদম ভুয়াং এদম জনম লেনা রে, ওকার এদম ভুয়াং এদম বছর লেনা রে,' বলছিলেন শরদিন্দু উদ্দীপন। তবে এইভাবে যে শোক পালন অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে, তার সঙ্গে চিরাচরিত প্রথায় শোক পালনের একটা ফারাক আছে বলে মনে করেন মহিষাসুর গবেষক প্রমোদ রঞ্জন।প্রমোদ রঞ্জন ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে মহিষাসুর সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ যোগাড় করেছেন। 'তফাৎটা হল যে চিরাচরিত প্রথায় যেভাবে শোক পালন হত, তার ভিত্তি ছিল লোকগাথা আর এখন যেটা হচ্ছে সেটা একটা ইতিবাচক সাংস্কৃতিক রাজনীতি। যেটা একদিকে মনু-বাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের রুখে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা অন্যদিকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস,' বলছিলেন মি. রঞ্জন। গবেষকদের মতে মহিষাসুর সংক্রান্ত যে লোকগাথা রয়েছে, তা প্রায় তিন হাজার বছর পুরনো, যখন আর্যরা ভারতবর্ষে আসেননি। মহিষাসুর সম্বন্ধীয় লোকগাথা গোটা দক্ষিণ এশিয়াজুড়েই পাওয়া যায়। উত্তর ভারত থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্য, বর্তমানের নেপাল-বাংলাদেশেরও নানা জায়গায়। মহিষাসুর গবেষক প্রমোদ রঞ্জনের কথায়, 'বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই অসুর জাতির ইতিহাস আর্যদের পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস। আমরা যেমন মহিষাসুরকে খুঁজে পেয়েছি বর্তমান উত্তর প্রদেশের বুন্দেলখন্ডে, আবার এখনকার যে মহীশুর বা মাইসোর শহর, সেই অঞ্চলেও মহিষাসুরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আবার খাজুরাহোর যে বিশ্বখ্যাত মন্দির, সেখানেও মহিষাসুরের মূর্তি পেয়েছি আমরা।'

দারিদ্র্য দূরীকরণ : সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ

সঞ্জয়কুমার দাস

১৭ অক্টোবর, বর্ষপঞ্জি মেনে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। বিশ্ব মহামারীর বিভীষিকা এখন অতীত। এসময়ে বিশ্বব্যাপী এক আর্থ-সামাজিক সংস্কার একান্ত জরুরী। করোনা আক্রান্ত বিশ্বের বিত্তশালীরাও সেসময়ে অনায়াস উপলব্ধি করেন, অর্থও অর্থহীন। মৃত্যুর লেলিহান শিখায় অর্থ, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা নিতে ব্যর্থ। বরং ধীরে ধীরে ভাইরাস বিশ্বমানবের সাথে সম্মুখ সমরে 'রনং দেহী' রূপ নিয়েছিল। নগ্ন করেছিল বিশ্ব চিকিৎসা ব্যবস্থাকে। ভাইরাসের দৌরাত্ম্যে ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। বিশ্ববাজারের সমান্তরালে ভারতেও দারিদ্র্যের ভ্রুকুটি একলপ্তে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে অকল্পনীয় সূচকে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা কমবেশি ৮০২ কোটি ছাড়িয়েছে। গবেষকদের ধারণা ২০৫০ সালে এই সংখ্যা পৌঁছবে ৯.৭ বিলিয়নে এবং ২০৮০ সালে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১০.৪ বিলিয়নে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ মানুষ বাস করেন ভারত এবং চীন দেশে। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৪৫.৪৮ কোটি। ২০১১ সালের পর এখনও আদমশুমারী হয়নি ভারতে। যদিও এবছরের সেপ্টেম্বর মাসেই জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ এবং ২০২৬ সালের মার্চ মাসে সেই রিপোর্ট প্রকাশ পাবে। ২০২২ সালে গবেষকগণের ভবিষ্যদ্বানী ছিল ২০২৭ সালে জনসংখ্যার নিরিখে ভারতবর্ষের স্থান হবে বিশ্বে প্রথম। অথচ সেবছরই জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বে প্রথম স্থানে পৌঁছয় ভারত। চক্রবৃদ্ধির গণিত শাস্ত্রও বুঝি লজ্জাবনত নববধূর ঘোমটা দেবে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচকে। মাত্র ৩৩.৪৯ কোটি জনসংখ্যার দেশ যখন বেবাক বিশ্বকে শাসন করছে, আমরা তখনও নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি শৌচালয়ে শৌচকর্মের অভ্যাস গড়ে তুলতে। ১৪.৫৯ কোটি জনসংখ্যার দেশ যখন আকাশচুম্বী অট্টালিকায় নিশিযাপন করছে, তখন আমাদের অনেককেই রাত কাটাতে হচ্ছে খোলা আকাশের নীচে। ৫৬ লক্ষের দেশ যখন সুখের ভেলায় কেলিতে মশগুল তখন আমাদের দেশে অনেকেই জঠরানলে দগ্ধ। এসবের মর্মমূলে কি দারিদ্র্য? দারিদ্র্যের মাপকাঠিটি কেমন? আর কেনইবা দারিদ্র্যের রক্তচক্ষু শাসনে আমাদের জেরবার হতে হবে?

কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং ওয়েলথাঙ্গারহিলফ দ্বারা প্রকাশিত ২০২৪ গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে ১২৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৫। অথচ বিশ্বের তাবড়-তাবড় ধনী মানুষ বাস করেন এদেশে। যেদেশে একটি বিয়ের বাগদানপর্বে অবলীলায় ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, সেদেশ অনাহার-অপুষ্টির শীর্ণকায় কঙ্কালসম মানুষের সংখ্যাধিক্যতা, নজর কাড়ে বিশ্ববাসীর। ভারতবর্ষে চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৮.৪ কোটি। ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ কোটিতে ঠেকতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞগণের অনুমান ছিল। যদিও বর্তমানে প্রায় ২৬ কোটি মানুষ ভারতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন।

আর সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে অভাবনীয় সূচকে। ২০১৩-১৪ সালের অনুপাত ছিল ২৯.১৭ শতাংশ, ২০২২-২৩ বর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ১১.২৮ শতাংশে। এবং সরকার পক্ষের ভবিষ্যৎবাণী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত বিশ্বকে পথ দেখাবে। অথচ ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মূল স্লোগানই ছিল 'গরিবী হটাও, দেশ বাঁচাও'। 'গরিবী হটাও' স্লোগানের অর্ধশতাব্দী পরেও দারিদ্র্যই ভারতবর্ষের এক চূড়ান্ত সমস্যা।

কিন্তু কেন এতো সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের শাসানি শুনতে হবে। এ দায় কার? সরকারের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, অস্বাভাবিক বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অসম বন্টনই ক্রমাগত মানুষকে দারিদ্র্যের রাজ্যে নিক্ষেপ করছে। এর থেকে পরিত্রাণ পথ বাতলাবে কে? বিশ্বমানব কল্যাণে জন্ম নেওয়া জাতিসংঘই দারিদ্র্য বিমোচনের পথ নির্দেশিকায় দিগঙ্গনা স্বরূপ। মূখ্যত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যেই আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবসটির পরিকল্পনা।

ফ্রান্সের এটিডি ফোর্থ ওয়ার্ল্ড নামক এক এনজিওর আন্তর্জাতিক আন্দোলনের কথা স্মরণে রেখেই ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংস্থাটির ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে একলক্ষ মানুষ সমাগমে প্যারিসে দিনটি পালিত হয়। জাতিসংঘের নির্দেশনায় প্রথমবার বিশ্বব্যাপী দিনটি পালিত হয় ১৯৯৩ সালে। অবশ্য ১৯৯৫ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্ষ ঘোষণা করে। ২০১৯ সালে দিবসটি উদযাপনের থিম ছিল 'শিশু অধিকার'। ২০২০ সালের থিম 'সবার জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত বিচার অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করা'। ২০২১ সালের থিম 'একসাথে এগিয়ে যাওয়া স্থায়ী দারিদ্র্যের অবসান, সকল মানুষ এবং আমাদের গ্রহকে সম্মান করা'। ২০২২ সালের থিম 'Inclusive recovery from COVIDéôé19 for sustainable livelihoods– quality education– welléôébeing and dignity for all.' অর্থাৎ 'টেকসই জীবিকা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, মঙ্গল এবং সবার জন্য মর্যাদার জন্য COVID-19 থেকে অন্তর্ভুক্ত পুনরুদ্ধার।' ২০২৩ সালের থিম 'Decent work and Social Protection Putting Dignity and Practice for All' অর্থাৎ 'শালীন কাজ এবং সামাজিক সুরক্ষা সবার জন্য মর্যাদা অনুশীলনে রাখা।' আর এবছরের অর্থাৎ ২০২৪ সালের থিম 'Ending Social and Institutional Maltreatment acting together for jutst– peaceful and inclusive societies.' অর্থাৎ 'সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্ব্যবহার বন্ধ করা, শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য একসাথে কাজ করা।'

জাতিসংঘ মনে করে বিশ্বকে দারিদ্রমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে দরিদ্রদেরই। ভারতবর্ষ কি পারবে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষকে দারিদ্র্যের কবলমুক্ত করতে? চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী তেমন কোনো আশা না থাকলেও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রথমবার ভারতবর্ষে দারিদ্র্য দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাসত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে তেমন কোনো মিরাক্কেল ঘটেনি। বরং বেকারত্ব বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কী কেন্দ্র, কী রাজ্য - সর্বত্রই বেকারত্বের অনলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে শিক্ষিত বেকারদের ভবিষ্যৎ। মনে রাখতে হবে, বেকারত্ব সমস্যার সমাধান না হলে দেশ থেকে দারিদ্র্যের অন্ধকার মুছে ফেলে আলোর ফোয়ারা খেলানোর স্বপ্ন, 'আচ্ছে দিনের স্বপ্ন', 'বিশ্ব বাংলা'র স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই সে বিষয়ে নজর দেবেন - এই কামনা।

গ্রাম দখলের লড়াই, রাতভর বোমাবাজি-ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল লাউদোহার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত আরতি গ্রাম। রাতভর বোমাবাজিতে কেঁপে উঠল এলাকা, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে ভাঙচুর আর তাতে জখম বেশ কয়েকজন। ঘটনাস্থলে লাউদোহার ফরিদপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আরতি গ্রামের আদুরেই রয়েছে অন্ডালের কাজি নজরুল বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরের জমি নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। মাঝেই মাঝেই তা প্রকাশ্যে আসে। মঙ্গলবার রাতে সেই দ্বন্দ্ব চরম রূপ নেয় বলেই জানা যায়। ঘটনায় নাম উঠে আসছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি নেতা শেখ নফিজুলের। আইএনটিটিইউসি কর্মী শেখ মফিজুলের অভিযোগ, শেখ নফিজুল বিমানবন্দর এলাকার জমি থেকে তোলাবাজি করত। এছাড়াও এলাকায় নানা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত তিনি। প্রতিবাদ করলেই চলে হুমকি ও মার। তবে বর্তমানে গ্রামবাসীদের তৎপরতায় শেখ নফিজুলের তোলাবাজি বন্ধ হয়ে যায়। সেই আক্রোশে মঙ্গলবার রাতে শেখ মোবারক নামে এক তৃণমূলের নেতার বাড়িতে বোমাবাজি করে। ভাঙচুর চালায় বাইকে। আহত হন কয়েকজন মহিলা সহ তৃণমূল কর্মীরা বলে অভিযোগ।

অভিযোগ অস্বীকার করে শেখ নফিজুলের দাবি, কারা বোমাবাজি করেছে তিনি তা জানেন না। যারা এ বিষয়ে অভিযোগ করছেন তারাই বলতে পারবে কারা এই হামলা চালিয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (অন্ডাল) পিণ্টু মুখার্জি বলেন, মঙ্গলবার রাতে আরতি গ্রামে হামলা ও বোমাবাজির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে তাজা বোমা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আইনমাফিক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি এলাকা থমথমে থাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। আর কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশের পিকেট।

৪৫০ বছর ভক্তিভরে পূজিত ৪০ কেজির অষ্টধাতুর লক্ষ্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া নন্ডী গ্রামের বাবুপাড়ার ব্যানার্জি পরিবারের আনুমানিক ৪৫০ বছরেরও বেশি প্রাচীন লক্ষ্মী পূজা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। এই মন্দিরে ৪০ কেজি ওজনের অষ্টধাতুর তৈরি প্রতিমার পূজা হয়। এই প্রতিমার মধ্যে ৮০ শতাংশই সোনা বলে জানা গিয়েছে। লক্ষ্মীপূজার দিনেই এই বিগ্রহ মূর্তি মন্দিরে নিয়ে আসে এবং পূজা করা হয়। এইদিন মূর্তির নিরাপত্তার জন্য থাকে পুলিশি পাহারা।

নন্ডী গ্রামের ব্যানার্জি পরিবারের ১২তম পুরুষ রাম কিংকর ব্যানার্জি স্বপ্নাদেশ পেয়ে লক্ষ্মীপুজো শুরু করেন বলেই জানা যায়। এই পুজোপূর্বে রাম কিংকর ব্যানার্জির বাড়িতেই করা হত। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির পাশে তৈরি করেন বিশাল লক্ষ্মী মন্দির বর্তমানে এই মন্দিরই মা লক্ষ্মীর পুজো করা হয়।

ব্যানার্জি পরিবারের এক সদস্যের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ব্যানার্জি পরিবারের ১২তম পুরুষ রামকিংকর ব্যানার্জি বিভিন্ন ব্যাবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশেষ করে কয়লা খনি। সেই সময় তাঁর ব্যবসা বাণিজ্য খুব একটা ভালো ছিল না ওই সময় রামকিংকরবাবুর বিয়ে হয় শৈবলিনী দেবীর সঙ্গে।

বিয়ের পর থেকেই ব্যবসা উন্নতির পথ ধরে। এরপর থেকে রামকিংকরবাবু ওনার স্ত্রীকে ঘরের লক্ষ্মী বলতেন। তিনি বলেন ঠিক ওই সময় কালেই লক্ষ্মীপুজো করার স্বপ্নাদেশ পান রামকিংকরবাবু। শুরু হয় লক্ষ্মীপূজা। রামকিংকরবাবু ওঁর স্ত্রীর কথামতো তাঁকে বৃদ্ধা অবস্থায় বৃন্দাবনে রেখেছিলেন এবং বৃন্দাবনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রামকিংকরবাবুর ধনসম্পত্তির এতটাই ছিল যে ব্রিটিশ সরকার রায় পদবী দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেই উপাধি নিতে অস্বীকার করেন। সেই সময় জালিওনাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এরপর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বাবু বলে সম্বোধন করেন। একসময় লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে মন্দির চত্বরে কলকাতার বিখ্যাত কৃর্তনীয়াদের দিয়ে কীর্তন পরিবেশন করা হত। বর্তমানে এই পুজো পরিচালনা করেন ব্যানার্জি বংশধরেরা।

জাঁকজমকে বছরও বিগ বাজেটের থিম নির্ভর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: মন ভালো নেই হাওড়ার শ্যামপুরের। শ্যামপুরের দীর্ঘদিনের অহংকার সম্প্রীতি তা কেটে গিয়েছে। একটি ঘটনা অস্থির করে তুলেছে তামাম শ্যামপুরবাসীর। কিন্তু এই ঘটনার আবহ মানসিক অস্থিরতা তৈরি করলেও পাশের বিধানসভা কেন্দ্র বাগনানের জোকা গ্রাম সম্প্রীতির অনন্য আকরে ঋদ্ধ।

জানা গিয়েছে, জোকা গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। এহেন গ্রামটি বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। ফি বছর বেশ জাঁকজমক করে অনুষ্ঠিত হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ধনদেবী লক্ষ্মী এখানে মেয়ে রূপে পূজিতা হন। এ বছরও বিগ বাজেটের থিম নির্ভর পুজো। এখানে ২০টির মতে লক্ষ্মীপূজা হয়। যার মধ্যে ১৬টি থিম পূজা। জোকা ক্লাব সৃষ্টির এ বছরের থিম আঁধার পেরিয়ে আলোর পথে। এখানে লক্ষ্মী ও নারায়ণের রথ ঘোড়ায় টানছে। অসুর রথের চাকা আটকে রেখেছে। গণেশ অসুর নিধন করছে। অসুরকে এখানে আঁধারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শীতলামাতা সংঘের এবারের থিম সমুদ্র মন্থন। পাওয়ার সংঘের থিম বৃক্ষ আমার মা। গাছের আদলে তৈরি দেবী প্রতিমা। নবজাগরণের অচল পয়সার প্রতিমা সকলের নজর কাড়বে বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। এছাড়াও

রয়েছে অ্যাকশন কমিটি, ভাই ভাই সংঘের বিগ বাজেটের পুজো। তবে এত কিছুর মধ্যেও যেটা জেনে রাখা প্রয়োজন তা হল এই গ্রামের লক্ষ্মীপুজোকে এক হাতে মনিটরিং করেন বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিক রহমান। তিনি জানান, আগে লক্ষ্মীপুজো দেখতে খালনা গ্রামের মানুষ। এখন খালনা গ্রামের মানুষ জোকার লক্ষ্মীপুজো দেখতে আসেন। লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হন কয়েক দিনে। আশিক সাহেবের এ হেন মনিটরিং এবছর ও থাকছে। তাই চাপ নেই বলে ছোট্ট প্রতিক্রিয়া ক্লাব সৃষ্টির সদস্য মলয় গুছাইতের।

লক্ষ্মীপুজোয় আনন্দে মেতে কাটোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: দুর্গাপূজার মতো লক্ষ্মীপুজোয় আনন্দে মেতে ওঠেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরগ্রাম। বিষ্ণুপুরগ্রামে ৩টি লক্ষ্মীপুজো হয় । এই গ্রামে এইবার আর একটি পুজো বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নাগিনস্টার ক্লাবের লক্ষ্মী পুজো এইবার ১৬ বছরে পড়ল। পুজোর বাজেট দেড় লক্ষ টাকা। ক্লাবের সদস্যরা জানান, ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক ভবেশ দাস মারা যাওয়ার জন্যে এইবার কোন অনুষ্ঠান হচ্ছেনা। গিনিস্টার ক্লাবের লক্ষ্মী পুজোর থিম করা হয়েছে অকাল বোধন। এইবার পুজো ৩২ বছরে পড়ল। পুজো করা হয় বিগ বাজেটে। পুজোর উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। ইয়ং স্টার ক্লাবের লক্ষ্মী পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহা ধুমধামে। ইয়ং স্টার ক্লাবে এবছরও থিমের পুজো করা হয়েছে। আমরা ক'জন ক্লাবের পুজো মণ্ডপ

সাজানো হয়েছে প্লাস্টিক ফুল দিয়ে। এইবার লক্ষীপুজোর বাজেট প্রায় এক লক্ষ টাকা।

পুজো উপলক্ষে রঙিন আলোয় সেজে উঠেছে গোটা গ্রামের রাস্তা । রাস্তার দু' ধারে বসছে মেলা। পুজোর কয়দিন উৎসবে মেতে ওঠেন বিষ্ণুপুর এলাকার মানুষেরা। এইসময় গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয়স্বজনরা আসেন। জগদানন্দপুর, আখড়া, কুমড়ী, ঘোড়ানাশ, মুস্থুলী, আমডাঙা, নলহাটি, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম ছাড়াও কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের মানুষরা এখানে ঠাকুর দেখতে ভিড় জমান প্রতি বছর।

নদীতে তলিয়ে পড়ুয়ার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: লালগড়ের বৈতা অঞ্চলে কংসাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে এক স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু। ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার বৈতা অঞ্চলের রাসমণ্ডল সংলগ্ন কংসাবতী নদীতে ঘটনাটি ঘটে। মৃত স্কুল পড়ুয়ার নাম শুকলাল সরেন, তার বয়স ১৩ বছর, সে নয়াগ্রামের একটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। তার বাড়ি লালগড় থানার বৈতা অঞ্চলের রাসমণ্ডল গ্রামে। পুজোর ছুটিতে সে বাড়ি এসেছিল। তার বাড়ি সংলগ্ন কংসাবতী নদীতে সে স্নান করতে গিয়েছিল তার চার পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে কংসাবতী নদীতে স্নান করার সময় নদীর জলে তলিয়ে যায় শুকলাল সরেন। তার বন্ধুরা নদী থেকে উঠলেও তাকে তারা দেখতে পায়নি। তারা গ্রামে গিয়ে বিষয়টি জানায়।

খবর পেয়ে স্থানীয়রা কংসাবতী নদীতে নেমে তল্লাশি চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারে ও এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পুলিশের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

লটারিতে কোটিপতি দিনমজুর বামাচরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লক্ষ্মীপুজোর দিনেই লক্ষ্মীলাভের খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য। লটারিতে কোটিপতি বনে যাওয়া ডাঙাপাড়ার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর বামাচরণ মেটে এখন নিরাপত্তার জন্য তিনদিন ধরে আউশগ্রামের ছোড়া ফাঁড়িতেই দিনযাপন করছেন। বামাচরণ মেটের কথায়, ফসলে দেওয়ার জন্য সার কিনতে স্ত্রীর দেওয়া ১০০ টাকায় তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। সারের দোকান বন্ধ থাকায় সেই টাকা থেকে ৬০ টাকা দিয়ে সোমবার সকালে দু'টি টিকিট কাটেন বামাচরণ। তারপর দুপুরে খেতে বসে ফোনে টিকিট মেলাতে গিয়ে বামাচরণের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। তাঁর টিকিটে প্রথম পুরস্কার পড়েছে এটা যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। স্ত্রী কদম মেটেকে বিষয়টি জানালে তিনিও বিষয়টি অট্টহাসির চোখে নেয়। তবে কোটিপতি হয়ে গিয়ে নিরাপত্তার জন্য তিনি ঘণ্টাখ

ানেকের মধ্যেই ভাইপোকে নিয়ে থানায় চলে যান। পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন জানান বামাচরণ। আর তাঁর আবেদনে সাড়া দেওয়ায় তিনি পুলিশকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। বামাচরণের ইচ্ছা ৫০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে রাখার পাশাপাশি বাকি টাকায় নিজেদের বাড়িটি দোতলা তৈরি করা এবং বিঘে দুয়েক জমি কেনা। আর ছেলে মেয়ের দাবিমতো তাদেরকে কিনে দেবেন নতুন সাইকেল। এমনই চিন্তাভাবনা রয়েছে বামাচরণ মেটের।

হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচাতে কোজাগরীতে গজলক্ষ্মীর পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচাতে কোজাগরীতে গজলক্ষ্মীর পুজো করেন রামকানালি গ্রামের মানুষ। এই গ্রামে লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচা নয়, হাতি। প্রতিমার এই বিচিত্র রূপের কারণেই একে গজলক্ষ্মীর পুজো বলে থাকেন এলাকার মানুষ । কিন্তু কেন এই ব্যাতিক্রমী পুজো?

পুজোতে লক্ষ্মীর পাশাপাশি আরাধনা করা হয় গজরাজকেও। কোজগরী লক্ষ্মীপুজোর সময় গজলক্ষ্মীর পুজো করেন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের রামকানালি গ্রামের মানুষ। হাতির দলের হাত থেকে নিজেদের লক্ষ্মীরূপী ফসল বাঁচাতে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোজাগরী পূর্ণিমায় গজলক্ষ্মীর পুজো করে আসছেন বাঁকুড়ার এই প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ।

বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের জঙ্গলঘেরা গ্রাম রামকানালি। সবমিলিয়ে গ্রামে বসবাস প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের। সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না। গ্রামের সবথেকে বড় উৎসব লক্ষ্মীপুজো। লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমায় আত্মীয়স্বজনে ভরে ওঠে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি। রুজিরুটির প্রয়োজনে যাঁরা সারাবছর গ্রামের বাইরে থাকেন, তাঁরাও এসময় গ্রামে ফিরে আসেন। তিন-চার দিন ধরে চলে উৎসব। তবে এই গ্রামে প্রতিমা থেকে শুরু করে পুজোর রীতিনীতি আর পাঁচটা লক্ষ্মীপুজোর থেকে একেবারেই আলাদা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ থেকে ১২৬ বছর আগে যখন রামকানালি গ্রামে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সূচনা হয় তখন ওই গ্রামের চারদিকে থাকা জঙ্গল আরও বেশি ঘন ছিল। সেই জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই গ্রামে হানা দিত হাতির দল। হাতির দলের হানায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হত মাঠের ফসলের। আর তাই মাঠের ফসলকে নির্বিঘ্নে লক্ষ্মীরূপে নিজের খামারে তুলে আনতে গজরাজদের শান্ত করার প্রয়োজন ছিল।

সে কারণেই আজ থেকে ১২৩ বছর আগে ধনদেবীর আরাধনার সঙ্গে গজরাজের পুজো শুরু হয়। কালক্রমে সেই লক্ষ্মীপুজোই গজলক্ষ্মী হিসাবে পরিচিতি পায়।

রামকানালি গ্রামে গজলক্ষ্মী পুজো শুরু হওয়ার পর দীর্ঘসময় পেরিয়ে গিয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে জঙ্গল ফিকে হলেও রামকানালি গ্রাম ও গ্রাম লাগোয়া ফসলের জমিতে হাতির উৎপাত বন্ধ হয়নি আজও। ফি-বছর খাবারের খোঁজে দল বেঁধে হাতি হানা দেয় গ্রাম লাগোয়া ফসলের জমিতে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক। চলতি বছর রামকানালি গ্রামে গজলক্ষ্মীর পুজোর আয়োজনে যখন ব্যস্ত গ্রামের মানুষ, তখনও গ্রামের অদূরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় আশিটি হাতির দল। তবু আজও কোজাগরী পূর্ণিমা এলেই রামকানালি গ্রামের মানুষ বিশ্বাসে ভর করে ভক্তিতে পুজো দিয়ে চলেন গজলক্ষ্মীর।

স্থানীয় গ্রামবাসী প্রদীপ শিট বলেন, 'আমাদের পুর্বসুরিরা বলতেন এই গজলক্ষ্মীর পুজো করলে হাতির উপদ্রব কমে। গ্রাম লাগোয়া ফসলের জমির ফসল হাতির হাত থেকে রক্ষা পায় । সেই বিশ্বাসে ভর করেই আজও আমরা গজলক্ষ্মীর পুজো চালিয়ে আসছি।'

লক্ষ্মীপুজোয় হবে না বাগদায় ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নৌকো বাইচ

মন খারাপ বাগদার পূর্ব হুদার বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: কোদালিয়া নদীতে কচুরিপানা থাকার কারণে লক্ষ্মীপুজোয় হবে না বাগদার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নৌকো বাইচ, মন খারাপ বাগদার পূর্ব হুদার বাসিন্দাদের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার পূর্ব হুদা গ্রামে লক্ষ্মীপুজোকেই বড় উৎসব বলে পালন করা হয়ে থাকে প্রতিবছর। দুর্গাপুজোয় তেমন আত্মীয়-স্বজন না এলেও লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে আসেন আত্মীয়-স্বজন। পূর্ব হুদার লক্ষ্মী পুজোর বিশেষ আকর্ষণ কোদালিয়া নদীতে নৌকো বাইচ। কিন্তু এবার কোদালিয়ায় কচুরিপানা থাকার কারণে নৌকো বাইচ হবে না তাই মন খারাপ গ্রামের বাসিন্দাদের। লক্ষ্মী পুজোর উদ্যোক্তা জানালেন এই এলাকায় দুর্গাপুজোয় তেমন আনন্দ হয় না। লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে বাড়িতে আসে বাড়ির মেয়েরা কিন্তু এবার সবারই মন খারাপ কারণ কোদালিয়া নদীতে কচুরিপানা থাকার কারণে নৌকো বাইচ হচ্ছে না। গ্রামের এক মহিলা জানিয়েছেন আমরা লক্ষ্মীপুজোকেই প্রধান উৎসব হিসাবে পালন করি। কিন্তু এবার তার মধ্যে মন খারাপ নৌকো বাইচ হচ্ছে না। নৌকো বাইচের আকর্ষণেই আত্মীয়-স্বজন দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থী আসে কিন্তু নৌকো বাইচ না হওয়ার কারণে আমাদের গ্রামের সকলের মন খারাপ।

লক্ষ্মী পূজার উদ্বোধন সাংসদ ও বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার সন্ধ্যায় নয়াগ্রাম ব্লকের কলমাপুকুরিয়া সর্বজনীন শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধন করলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেন, নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা বেরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গুরুপদ মুর্মু সহ অন্যান্যরা। এদিন ফিতে কেটে ও প্রদীপ

প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে পুজোর উদ্বোধন হয়। জানা গিয়েছে, কলমাপুকুরিয়া সর্বজনীন শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজা এই বছর ৩২তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজোকে ঘিরে মেতে উঠেছেন এলাকার মানুষজন।

লক্ষ্মীপুজো ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার রামপুর গ্রামের লক্ষ্মীপুজো ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রায় ১৫০ বছর ধরে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করে চলেছে রামপুর গুপ্ত পরিবার।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই পুজো তাদের পরিবারের পুজো হলেও তা এখন গোটা গ্রামের পুজো। এই পুজো ঘিরে চারদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বসে মেলাও। একদিকে যেমন টলিউডের ও বলিউডের নাম করা শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করেন, অন্যদিকে এলাকার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া, বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ মানুষদের ট্রাইসাইকেল বিতরণ ও এলাকার দুস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয় মন্দির প্রাঙ্গণে।

গুপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে রামপুর গ্রাম ছাড়াও আশপাশের ১০টি গ্রামের মানুষের ভোগের আয়োজন করা হয়েছে

বৃহস্পতিবার। পরিবারের সদস্যরা এই চারদিন দেবী বন্দনায় ব্যস্ত থাকেন। সকাল থেকে আলপনা দেওয়া দেবীকে সাজানো মণ্ডপ সাজানো সমস্ত কাজ তাঁরা নিজেরাই করে থাকেন। পরিবারের অনেক সদস্য কাজের সূত্রে বাইরে থাকলেও পুজোর এই চারটি দিন তাঁরা গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে পুজো কাটান। গুপ্ত পরিবারের সদস্য বিশ্বনাথ গুপ্ত জানান, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও জাঁকজমক ভাবে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করেছে গুপ্ত পরিবার। এটা তাদের বাড়ির পুজো হলেও, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গোটা গ্রামের মানুষ এই পুজোয় মেতে ওঠেন। এটা এখন সর্বজনীন পুজো।

এই বছর বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ মানুষদের জন্য ট্রাইসাইকেল দেওয়া হবে। পাশাপাশি কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ, এলাকার কৃতি খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ পাশাপাশি কলকাতা ও বম্বে থেকে নামীদামি শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করবেন গ্রামের মানুষদের বিনোদন দেওয়ার জন্য। আগামী শনিবার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হবে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো হলেও রামপুর গুপ্ত পরিবারের লক্ষ্মীপুজোই তাঁদের শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সস্ত্র ভার্টিকাল, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল, ৫ম তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cs4479@pnb.co.in

প্রাক বিক্রয় নোটিশ

REF: SASTRA/KOL(W)/PRE-SALE NOTICE/ / 2024-25 তারিখ : ০৯.১০.২০২৪

মেসার্স সূর্য তোরণ অংশীদার এবং জামিনদাতা শ্রী গোপাল ব্যানার্জি, শ্রী সুকুমার মন্ডল রেল গেটের সামনে, পো-বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪	শ্রী গোপাল ব্যানার্জি পিতা শ্রী কিরণ ব্যানার্জি অংশীদার এবং জামিনদাতা মেসার্স সূর্য তোরণ, দোলতলা, রেশন গোডাউনের সামনে, পো- বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪
শ্রী সুকুমার মন্ডল পিতা যতীন্দ্র নাথ মন্ডল, অংশীদার এবং জামিনদাতা মেসার্স সূর্য তোরণ, ইশিকা অ্যাপার্টমেন্ট, রেলগেটের সামনে, পো-বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪	শ্রী অসীম মন্ডল (জামিনদাতা) পিতা বিমল চন্দ্র মন্ডল, উত্তর বাঘপাড়া, উত্তর বাঘ, বারুইপুর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৮৭

মহাশয়/মহাশয়া

২০০২ সালের (সারফেসি আইন ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিশ, অ্যাকাউন্ট নং - ০৪৬৯৩০১০০০০০৪ সুবিধাপ্রাপ্ত মেসার্স সূর্য তোরণ, শাখা অফিস - কলকাতা ভবানীপুর শাখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

এটি ০৯.১২.২০২২ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা ৬০ দিনের ডিমান্ড নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/দায়বদ্ধদের দেওয়া হল যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয় এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা ২৫.০৫.২০২২ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে দখল (প্রতীকী) গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলেন একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে জামিন সুদ সে বিষয়ে নীচের হিসাবে বিস্তারিত সুরক্ষিত সম্পদ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' ০৪.১২.২০২৪ তারিখে (বিক্রয় তারিখ) সকাল ১১.৩০টা (বিক্রয় সময়) পুনরুদ্ধারের জন্য ১,১২,৭৬,৩৬৪.৯৪ টাকা ৩১.১০.২০২২ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত [(পরিমাণ ১৩(২) নোটিশে উল্লিখিত] হিসাবে মেসার্স সূর্য তোরণ কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

অংশীদার এবং জামিনদাতা, শ্রী গোপাল ব্যানার্জি, শ্রী সুকুমার মন্ডল এবং শ্রী অসীম মন্ডল (জামিনদাতা)

সংরক্ষিত মূল্য ১৮৮.৫১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১৮.৮৫ লক্ষ টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ৩টার মধ্যে।

উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে, **নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদের (গুলি) ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২ এবং সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিধি ৯(১) নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন (সম্রাট নার্সিং হোম) , গোপাল ব্যানার্জি, সুকুমার মন্ডল এবং অসীম মন্ডলের নামে, দাগ নং ৮৩৭, খতিয়ান নং ২১১৮, হাল খতিয়ান নং ৬২৯৯, জেএল নং ৩১, এডিএসআর- বারুইপুর, মৌজা : বারুইপুর, থানা : বারুইপুর, প্রেমিসেস নং কুলপি রোড, কলকাতা : ৭০০১৪৪, এরিয়া : ২.৪৬ কাঠা, ভবন : বেসমেন্ট এবং ৪ তলা। দলিল নং ১-৬০৭৪/১৯৯৮, শ্রী গোপাল ব্যানার্জি, শ্রী অসীম মন্ডল এবং শ্রী সুকুমার মন্ডল এর নামে।	প্রযোজ্য নয়

তারিখ : ০৯.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে রোগী মৃত্যু ঘটনায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে এক রোগী মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে উঠল মালদার মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল। বুধবার দুপুরে এই খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় মানিকচক থানার পুলিশ। কিন্তু মৃত রোগীর পরিবার ও একাংশ গ্রামবাসীরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে বলে অভিযোগ। এমনকী সংশ্লিষ্ট সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের আটকে রেখেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। রোগীদের মারমুখী ও উত্তেজনার ভয়ে বেশ কিছু নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকেও সরে যায়। তবে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মানিকচক থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম শফিকুল ইসলাম (৩৫)। তিনি পেশায় একজন টোটো চালক ছিলেন। মানিকচক থানার বড় বাগান এলাকার বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম। এদিন ভোররাতে সামান্য জ্বর নিয়ে পরিবারের সদস্যরা শফিকুল ইসলামকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। অভিযোগ ভর্তি করার পর শফিকুল ইসলাম সুস্থ ছিলেন। কিন্তু তার

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসকদের তেড়ে গিয়ে মারতে যায় পরিবারের সদস্যরা। ঠিক তখনই পুলিশ বাঁধা দিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে কয়েক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত যুবকের দাদা বরকত আলি বলেন, শফিকুল ইসলামকে জ্বর পেটে ব্যথা নিয়ে দিন ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে চিকিৎসার নামে তার ভাইকে মেরে ফেলেছে। কারণ তার ভাইকে ভর্তির করার পরেও প্রয়োজনীয় ট্রিটমেন্ট করা হয়নি। মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই শফিকুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। এব্যাপারে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।

মানিকচকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অভীক শঙ্কর কুমার বলেন, যে পরিস্থিতিতে ওই রোগীকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। শরীরের পালস্ অনেকটাই নিচে নেমে গিয়েছিল। তবুও চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে মৃত রোগীর পরিবারেরা যে অভিযোগ করেছেন তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন

হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী কে হবেন? শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: উপনির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ও নৈহাটি এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষনা হতেই শাসক দলের অন্দরে শুরু হয়েছে কানাঘুষো, কাঠিবাজি। কে প্রার্থীপদ পাবেন বা কার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। শুরু হয়েছে একে কাত করে, তাকে হাত করে, ওকে টপকে, অন্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, মহিলা কেলেঙ্কারি ফাঁস করে নিজের প্রার্থীপদ ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যেই একে অন্যের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে, রাতের অন্ধকারে পোস্টার সাঁটিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেছে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায়। এরই মধ্যে এই ভোটের প্রার্থী প্রতিযোগিতায় উঠে আসছে একাধিক নাম। কে কোন নেতার কাছের, সেই নেতা আবার কোন বড় নেতার কাছের তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল মাপামাপি। তবে হাড়োয়া বিধানসভা যেহেতু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সে কারণে সেখানে ঘাসফুল শিবির সংখ্যালঘু প্রার্থীই দেবে এটা সকলেরই জানা। কিন্তু তার মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় কারা আছেন? বা সেই তালিকায় কারা প্রথম সারিতে আছেন তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোরদার জল্পনা। ভোটের দিন ঘোষণার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতা। সেই সময় তালিকায় ১৩ জনের নাম থাকলেও সময় যত গড়িয়েছে ততই তালিকায় নামের সংখ্যা বেড়েছে। শেষমেশ সব মিলিয়ে সেই সংখ্যা ২৭ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই তৃণমূলের অন্দরমহলের খবর। তবে এই মুহূর্তে গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার হাড়োয়া বিধানসভা। সে ক্ষেত্রে প্রার্থী পছন্দ না হলে জয় পাওয়া কষ্টকর হতে পারে। বসিরহাট সাংসদীয় এলাকার হাড়োয়া বিধানসভা থেকে ২০২১ সালে নির্বচনে জয় পান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। ২০২৪ এ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের জন্য তৃণমূল দল থেকে বিধায়ক থাকা কালিনই হাজি শেখ নুরুল ইসলামকে আবার প্রার্থী করা হয়। প্রায় সাড়ে তিন লাখ ভোটের ব্যবধানে তার নিকটতম বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে হারিয়ে তিনি জয় পান। লোকসভায় শপথ নেওয়ার আগে শেখ নুরুল ইসলামকে হাড়োয়ার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। সেই থেকেই হাড়োয়া বিধানসভা বিধায়কহীন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি সাংসদ থাকাকালীন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান শেখ নুরুল ইসলাম। সেই আবহে দাঁড়িয়ে হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচন হচ্ছে। হাড়োয়া বিধানসভার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত, ফলে বসিরহাটের সাংসদ ও হাড়োয়ার প্রাক্তন বিধায়ক থাকার সুবাদে শেখ নুরুল ইসলামের পরিবারের একজনকে হাড়োয়ার প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। সে ক্ষেত্রে নরুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম হাড়োয়া থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হতে পারেন। এছাড়াও প্রার্থী তালিকায় রয়েছে দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবদুল হাই, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আবদুল খালেক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, মোরতাজা হোসেন সহ বহিরাগত কয়েকজন শিক্ষক, প্রফেসর ও চিকিৎসকের নাম। তবে সহানুভূতির নিরিখে প্রার্থীর দৌড়ে আনেকটাই এগিয়ে হাজি শেখ নুরুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম। রবিউলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে আবদুল হাই। আর্থিকভাবে নিদারুন স্বচ্ছল আবদুল হাই এলাকায় যেমন জনপ্রিয় তেমনই নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক খুব ভালো। সম্প্রতি একাধিকবার দলীয় কাজকর্ম করে প্রচারের আলোতে এসেছেন। ফলে এই দুইজনই এই মুহূর্তে প্রার্থীর দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে। তবে পেছনের সারিতেও যারা আছেন তারাও যে কোনও মুহূর্তে প্রার্থী পদের দাবিদার হয়ে যেতে পারেন। তবে এত গোষ্ঠী কোন্দল, কাঠিবাজির পরেও হাড়োয়ায় শেষ হাসি কে হাসে তার অপেক্ষাতেই রয়েছে সাধারণ মানুষ সহ রাজনৈতিক মহল।

সিঙ্গুরে রতন টাটার ছবি নিয়ে মিছিল করবেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: আগেই বলেছিলেন 'সিঙ্গুর আন্দোলনে মানুষের সমর্থন ছিল না,ওটা ছিল টাটাকে তাড়ানোর আন্দোলন।' সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠীর বিদায় নিয়ে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর দিকে কামান দেগেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এবার রতন টাটার প্রয়াণের পর সেই সিঙ্গুরেই টাটার ছবি সঙ্গী করে মিছিল করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আগামী শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ এই মিছিলটি হবে। নেতৃত্বে দেবেন শুভেন্দু নিজেই। বিজেপির ব্যানারে মিছিল হবে। তবে সেটি হবে মৌন মিছিল। রতন টাটা কীভাবে

সিঙ্গুরে কারখানা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন আর কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা হতে দেননি বলে অভিযোগ তুলে পথে নামবে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলে অনুঘটকের মতো কাজ করেছিল সিঙ্গুর আন্দোলন ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুরে টাটা ন্যানোর কারখানা গড়তে চেয়েছিলেন শিল্পপতি রতন টাটার হাত ধরে। তবে তৎকালীন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামেন কৃষকরা। লাগাতার আন্দোলনের জেরে টাটা গোষ্ঠী বিদায় নেয় রাজ্য থেকে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সঙ্গী ছিলেন শুভেন্দু নিজেও। যদিও, বিরোধী দলনেতার দাবি যে তিনি শিল্পের বিরোধী ছিলেন না। সিপিএমের জমি নীতির বিরোধী ছিলেন। এবার টাটার প্রয়াণে সেই সিঙ্গুরেই পথে নামবে বিজেপি।

সীমান্তে যুবতীর শ্লীলতাহানি, ভয় দেখিয়ে মোটা অর্থ হাতানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্তে ভিন রাজ্যের যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, শুধু তাই নয় ভয় দেখিয়ে মোটা অর্থ হাতানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ভিলেজ পুলিশ ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার। আদালতে পেশ দু'জনকেই। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর বিতারি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বরূপদহ সীমান্তে। বছর ২৪ এর যুবতী বাবাকে সঙ্গে করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের বাড়ি কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুতে। সেই সময় কর্তব্যরত ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার তাদের কাছে গিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইলে কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। তারপর ওই যুবতী ও তার বাবার কাছে জোরপূর্বক মোটা অর্থের দাবি করে ওই দুই অভিযুক্ত। তারা দিতে না চাইলে ওই যুবতীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ ওই যুবতীর। তাদের মোবাইলের ইউপিআই অ্যাপস থেকে ৩৬ হাজার টাকা জোরপূর্বক দুই অভিযুক্তের মোবাইলে ভয় দেখিয়ে ট্রান্সফার করায়। পাশাপাশি যুবতীর বাবাকে মারধর করে এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। যুবতী ও তার বাবা সোজা স্বরূপনগর থানায় গিয়ে ওই ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আত্মসাৎ করা, মারধোর করার অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি ওই যুবতীর গোপন জবানবন্দি হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতের বিচারকের কাছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

বাথরুমে উদ্ধার তৃণমূল নেতার রক্তাক্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাথরুমের ভিতর থেকে তৃণমূল নেতার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতাল চত্বরে আরামবাগ থানার পুলিশ। বাড়ির বাথরুমের মধ্যে থেকে উদ্ধার তৃণমূল নেতার রক্তাক্ত মৃতদেহ।

তৃণমূল নেতার পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রীই খুন করিয়েছেন। চরম উত্তেজনা আরামবাগ হাসপাতাল চত্বরে। মৃত তৃণমূল নেতার নাম ফায়েজউদ্দিন খান। তিনি আরামবাগের তৃণমূল পরিচালিত টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন। বুধবার সকালে আরামবাগের বাসুদেবপুর এলাকায় ওই তৃণমূল নেতার ভাড়া বাড়ির বাথরুম থেকেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

মৃতের পরিবার সূত্রে দাবি, আরামবাগেরই তিরোল দাদনপুর গ্রামের বাসিন্দা ফায়েজের সঙ্গে বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছিল রেশমা খাতুনের। রেশমা ছিলেন ওই তৃণমূল নেতার দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকবছর আগেই ডিভোর্স হয়ে যায় ওই তৃণমূল নেতার। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই দ্বিতীয় স্ত্রী রেশমা ফায়েজউদ্দিনকে দেশের বাড়ি ছেড়ে আরামবাগ শহরে বসবাসের জন্য চাপ দিচ্ছিল। সেইমতো গত চার দিন আগে আরামবাগ শহরের বাসুদেবপুর এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন তাঁরা। সেই ভাড়া বাড়ির বাথরুম থেকেই ফায়েজের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্ত্রীকে আটক করেছে আরামবাগ পুলিশ।

লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে গলদঘর্ম আমজনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার এই ঘরে থাক আলো করে'... ধনের দেবী লক্ষ্মী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব এটি। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই দেবী লক্ষ্মীর পুজো হয়ে থাকে। মহিষাসুরমর্দিনীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল ধরনী। জীবনের জ্বালা ভুলে মানুষ মেতেছিল উৎসবের আনন্দে। চিন্ময়ীর বিদায়ের বার্তা ভুলে মানুষ আবার মেতে উঠছে লক্ষ্মী পুজোর উৎসব ও আনন্দে। মা আসবেন ধরনীতে ধন-সম্পদে পূর্ণবান হয়ে। অন্নপূর্ণার আলতা রাঙা পায়ের চিহ্ন আঁকা হবে ঘরে ঘরে। ধন-সম্পদের আশায় হিন্দু নারী ও পুরুষেরা উপবাস ব্রত পালন করেন। ফুল, ফল মিষ্টি নৈবেদ্য দিয়ে আরাধনা করবেন লক্ষ্মী মায়ের। দেন পুষ্পাঞ্জলি। তবে আনন্দের মাঝেও মাথায় হাত সাধারন মানুষ তথা মধ্যবিত্তের। কারন বাজারে জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। ফলে স্বভাবতই কপালে চিন্তার ভাজ সাধারণ মানুষের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, পতিরাম, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি এবং হরিরামপুর সহ আশেপাশের বিভিন্ন বাজারের দোকানগুলিতে অন্যদিনের তুলনায় কেনাকাটার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বাজারে লক্ষ্মী প্রতিমার দাম শুরু ১৫০ টাকা থেকে। ছোট থেকে বড়র দিকে গেলে দাম ততই বাড়বে। ছাঁচের ঠাকুরের সর্বনিম্ন দাম ১২০ টাকা, সর্বোচ্চ ৮০০-১০০০ টাকা। আবার ডিজাইন অনুযায়ী দামের পরিবর্তন হয়। কলার ছালের নৌকো ১০১ টাকা থেকে শুরু। কলাগাছের বউ শুরু ১০০ টাকা থেকে। পটে আঁকা লক্ষ্মীসরার দাম ১৭৫ থেকে শুরু। এর পাশাপাশি লক্ষ্মীর আল্পনার পাতার দাম কিন্তু এবার যথেষ্টই বেশি। মূর্তির দাম এবারে একটু বেড়েছে। বড় ঠাকুর ৩৫০ টাকা থেকে শুরু। বাকি সব কিছুতে গড়ে ১০ থেকে ২০ শতাংশ দাম বেড়েছে। ফলের ও ফুলের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। সবজির দাম ও বেশ চড়া।

ফুলকপি ১৩০টাকা, বাঁধাকপি ৬০ টাকা, বেগুন ৯০ টাকা, মোসাম্বি ৮০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৩৫ টাকা, জলপাই ৪০ টাকা, পানিফল ৭৫ টাকা, শসা ৮০ টাকা, আপেল ১৩০ টাকা প্রতি কেজি, আখ কুড়ি টাকা প্রতি পিস, পদ্মফুল ১৫ টাকা প্রতি পিস, গাঁদা ফুলের চেইন ১৫ থেকে ২০ টাকা। তবে সবকিছুর মাঝেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী তথা বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর পুজো উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে।

আবাসনে চুরির কিনারা না হওয়ায় অবরোধ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বামুনারার বহুতল আবাসনে এখনও পর্যন্ত চুরির কিনারা না হওয়ায় বুধবার সকাল থেকে মুচিপাড়া শিবপুর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আবাসনের বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, সোমবার মধ্যরাতে আবাসনের ৩টি ফ্ল্যাটে দরজা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় কাঁকসা থানার পুলিশ আবাসনের কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। এরপরেই বুধবার সকাল থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীরাই পাম্প চালায়। ফলে কেউ না থাকায় গোটা আবাসনে জলের হাহাকার পরে যায়। গোটা আবাসনে নেই সিসিটিভি।

আবাসনের বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিরাপত্তার বিষয়ে সম্পূর্ন গাফিলতি বিল্ডারের। এই বিষয়ে আগামী দিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি নিয়ে তারা পথ অবরোধে সামিল হন। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

'সয়লা' উৎসবে যোগে প্রতি বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে 'বন্ধুত্বে'র সংজ্ঞা। সোশ্যাল মিডিয়াগুলির দৌলতে এখন এক ক্লিকেই 'ফ্রেন্ড'। আবার সেই এক ক্লিকেই 'আনফ্রেন্ড' অর্থাৎ বন্ধু বিচ্ছেদ! কিন্তু এই গতিশীল জীবনের মধ্যেও বিগত দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একেবারে অন্যরকম বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন বাঁকুড়া-বর্ধমান সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দামোদর এলাকার মানুষ। সাধারণ ভাবে প্রতি পাঁচবছর অন্তর ওই এলাকার ইন্দাসের আকুই গ্রামের মানুষ যোগ দেন অভিনব 'সয়লা' উৎসবে। তবে এবার পাঁচ নয়, ছ'বছর পর মঙ্গলবার থেকে এই গ্রামে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। আর সে কারণেই এখন আকুইয়ের প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের ভিড়, এমনকি দূর দূরান্ত থেকেই অসংখ্য মানুষ অভাবনীয় এই দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে আসেন।

'সহেলা' বর্তমানে লোকমুখে 'সয়লা'তে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্ভবত সই বা বন্ধুত্ব স্থাপনের এই অনুষ্ঠান বলেই এই নামকরণ বলে স্থানীয়দের অনেকেই মনে করেন। কারণ এই শব্দটির মধ্যেই সখা-সই-সাঙ্গাত শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে মনসা পুজোর মাধ্যমে এই উৎসব পালিত হয়। গ্রামের সব বয়সের পুরুষ-মহিলা মনসার পুজো দিয়ে নিজেদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষ ও মহিলা শুধুমাত্র মহিলাদের সঙ্গেই এই 'সয়লা' স্থাপন করতে পারেন। তবে সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে এখানে ধর্মের সমস্ত ভেদাভেদ ভেঙে

যায়। মহঃ সিরাজুদ্দিনের সঙ্গে মৃণাল ভট্টাচার্যের 'সয়লা' স্থাপনে কোনও আপত্তি নেই। এটাই এই উৎসবের অন্যতম প্রাচীন রীতি। বর্তমান এই অস্থির সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির হতে পারে আকুইয়ের এই 'সয়লা' উৎসব।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, 'সয়লা'র অন্যতম অঙ্গ হল 'গোয়া চালানো'। গোয়া হল সয়লার ঝাঁপি। এই ঝাঁপির মধ্যে দই, পঞ্চ শস্য, গোটা হলুদ, সিঁদুর, খই, গোটা সুপারি, পান বাতাসা রাখা থাকে। স্থানীয় চণ্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে এই পরস্পরের বাড়িতে 'গোয়া চালিয়ে' স্থানীয়রা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আর এই 'গোয়া চালানো'র সময় ' পরস্পরকে শোলার মালা পরিয়ে, দইয়ের ফোঁটা দিয়ে 'উপরে খই নিচে দই আমি তোমার চিরকালের সই' এই কথা বলে বন্ধুত্বের সূচনা হয়। এমনকি বিগত বছরগুলিতে তৈরি হওয়া 'বন্ধুত্বে'র পুনর্নির্বিকরণের সুযোগ থাকে এই 'সয়লা' উৎসবে বলেই জানা গিয়েছে।

৯১ বছরে পদার্পণ সাহাবাড়ির লক্ষ্মী মন্দিরের পুজোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৯১ বছরে পদার্পণ করল কাঁকসার মাধবমাঠের সাহাবাড়ির লক্ষ্মী মন্দিরের পুজো। এই মন্দিরে লক্ষ্মীর সঙ্গে তার দুই সখী জয়া ও বিজয়াও পূজিত হন।

পরিবারের বধূ সুমনা সাহা জানিয়েছেন, সাহা পরিবারের পুজো হলেও লক্ষ্মী মন্দিরের পুজোয় গোটা গ্রামের মানুষ যোগদান করেন। বুধবার রাতে পুজো হয়। পুজোর পাশাপাশি এলাকার মানুষকে নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পরিবারের দাবি, দেবী লক্ষ্মী শুধু তাদের পরিবার নয় গোটা গ্রামের মানুষের ওপর তার আশীর্বাদ রয়েছে। তাই গ্রামে আজ পর্যন্ত কোনও বড়

দুর্ঘটনা ঘটেনি। যে যা মনস্কামনা করেন তাদের সেই মনস্কামনা পূরণ হয়। এছাড়াও এলাকায় একটি মাত্র লক্ষ্মী মন্দির আছে যার কারণে পুজোর সময় গ্রামের মানুষের বাড়িতেও আত্মীয়রাও আসেন লক্ষ্মীপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। তবে দেবী লক্ষ্মীর পাশে দুই সখী কেন থাকে তা স্পষ্ট ভাবে কেউ জানাতে পারেননি।

গাঙ্গুরিয়া সারদা তীর্থ আশ্রমে ১৮ হাতের মা লক্ষ্মী পূজিত হন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এক হাতে শস্য, আরেক হাতে অর্থ। এমনকী ত্রিশূল থেকে তরোয়ারি, পদ্মফুল থেকে চাঁদির কয়েন, এভাবেই দেবী লক্ষ্মীর ১৮ টি হাতে সাজানো হয় নানান ধন, সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র। আর তারপরেই আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধুমধাম করে পতিত হয় আঠারো হাতের দেবী লক্ষ্মী মাতার পুজো। রাজ্যে একমাত্র আঠারো হাতের দেবী লক্ষ্মী মাতার আরাধনা প্রায় ২৫ বছর ধরেই মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত বামনগোলা ব্লকের গাঙ্গুরিয়া সারদা তীর্থ আশ্রম হয়ে আসছে। বুধবার থেকে ওই আশ্রমে শুরু হয়েছে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে উৎসব। আর এই ১৮ হাতের দেবী লক্ষ্মীর পুজো দেখতে গাঙ্গুরিয়া সারদা তীর্থ আশ্রমে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তেরা ভিড় করেন। প্রচলিত আছে, এদিন ১৮ হাতের এই দেবী মাতার কাছে ভক্তি ভরে যা মানত করা যায় এবং দেবীকে যেকোনো একটি হাতে যা তুলে দেবেন তার দ্বিগুণ প্রাপ্তি হবে ভক্তদের। সেই প্রত্যাশা নিয়েই অসংখ্য ভক্তরা দূরদূরান্ত থেকে সংশ্লিষ্ট আশ্রমের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো দেখতে ছুটি আসে। বুধবার

থেকে বৃহস্পতিবার আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি যতক্ষণ লেগে থাকবে ততক্ষণই চলবে ১৮ হাতের দেবী লক্ষ্মী প্রতিমার পুজো।

সংশ্লিষ্ট আশ্রমের স্বামী আত্মাপ্রেনান্দ মহারাজ বলেন, ১৯৯৮ সালে এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি ১৮ হাত বিশিষ্ট মহালক্ষ্মী পুজোর সূচনা করা হয়। তবে দেবী এখানে সকালে এক রূপে, ও রাতে একরূপে পূজিত হয়ে আসছে। এখানে দেবীর এক হাতে থাকে চক্র এবং অন্যান্য হাতে থাকে ত্রিশূল, গদা, তীর-ধনুক, বজ্র, কুঠার, পদ্ম, শঙ্খ-সহ অন্যান্য অস্ত্র। অসুরদের বধ করার জন্যই নাকি তাঁর এই রূপ। পুজোর আচারেও আছে ভিন্নতা। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে ১৬ রকম উপাচারের মাধ্যমে পূজিত হন দেবী লক্ষ্মী মাতা। পুজোর দিন সকালে বস্ত্র, আলতা, কাজল, চিরুনি, ধূপচি এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে মাকে পুজো করা হয়। ১০৮টি বেল পাতা অর্পণ করা হয় যজ্ঞে। ভোগে থাকে ৫ রকমের ভাজা, তিন রকমের তরকারি, ডাল এবং মিষ্টি। রাতে এখানে চিত্রপটে মহালক্ষ্মীকে পুজো করা হয়।

গাঙ্গুরিয়া সারদা তীর্থ আশ্রমের আত্মাপ্রেনান্দ মহারাজ আরো বলেন, এই পুজো দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তদের ঢল নামে। এই পূর্ণিমার তিথিতে দেবীর সকালে মহালক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়েছে। রাতে কোজাগরের লক্ষ্মী রূপে তিনি পূজিত হন। এই পুজো গোটা পশ্চিমবাংলার মধ্যে একমাত্র মালদার বামনগোলা ব্লকের গাঙ্গুরিয়া আশ্রমে ১৮ হাত যুক্ত মহালক্ষ্মী পুজো হয়ে থাকে।

আশ্রম কর্তাদের বক্তব্য, দেবী এখানে লক্ষ্মী, মা দুর্গা, চণ্ডী রূপী সহ বিভিন্ন ভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। তাই কাল্পনিক চিন্তাধারায় দেবীকে এখানে ১৮ হাত বিশিষ্ট হিসাবে পুজা করা হয়।

‘ড্রাই’ বিহারে ফের বিষমদের বলি ৬ জন

গুরুতর অসুস্থ ৫

পাটনা, ১৬ অক্টোবর: আইনি বাধায় সোজা পথে না মিললেও বিহারে চোরাপথে রমরমিয়ে চলছে মদের কারবার। যার পরিণতিও হচ্ছে ভয়াবহ। ফের বিহারের দুই জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। পাশাপাশি এই ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও দুই জন। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষমদ খেয়ে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে রাজ্যের সরন জেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে। মদ খাওয়ার পর অসুস্থবোধ করেন গ্রামের তিন ব্যক্তি। এদের মধ্যে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। বাকি দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি, দ্বিতীয় ঘটনার খবর আসে বিহারের সিওয়ান জেলা থেকে। এখানে মদ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ৫ জনের। আরও তিন জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত ৬ জনের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বলে জানা যাচ্ছে।

একের পর এক মৃত্যু খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ঘটনার তদন্তে গ্রামে পৌঁছন মহারাজগঞ্জের এসডিএম অনিল কুমার। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে সবকোটি মৃত্যুই মদ খাওয়ার জেরে হয়েছে। দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। যে বা যারা এই বিষমদের চোরাকারবার করছে তাঁদের কাউকে রেহাত করা হবে না। অন্যদিকে গ্রামবাসীদের দাবি, বিষমদ খেয়ে এক ডজনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বিহারে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রাজ্যকে নেশামুক্ত করে তোলাই নাকি ছিল উদ্দেশ্য। যদিও অভিযোগ, সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে মদের একটি বিরাট ‘কালোবাজার’ তৈরি হয়েছে রাজ্যটিতে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত সতর্কতা জলাঞ্জলি দিয়ে বিপুল মাত্রায় তৈরি হচ্ছে চোলাই মদ। আর এই মদের জেরেই প্রতি বছর বিহারে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। এহেন চোলাই মদ বন্ধ করতে বিহার সরকার নানা পদক্ষেপের বার্তা দিলেও বাস্তবে তা যে খুব বিশেষ সাফল্য পায়নি, একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে।

শপথ নিলেন ওমর আবদুল্লা, ৬ বছর পর মুখ্যমন্ত্রী পেল উপত্যকা

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর: জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ওমর আবদুল্লা। ৬ বছর পরে মুখ্যমন্ত্রী পেল উপত্যকা। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিধায়ক সুরিন্দর কুমার চৌধুরী, যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি প্রধান রবিন্দর রায়নাকে পরাস্ত করেছেন, তিনি শপথ নিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে।

এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। এদিন আর যে পাঁচজন বিধায়ক শপথ নিলেন তাঁরা হলেন নির্দলীয় প্রার্থী সতীশ শর্মা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাকিনা ইতু, জাভিদ দার, সুরিন্দর চৌধুরী এবং জাভিদ রানা।

প্রসঙ্গত, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ওমর আবদুল্লা। এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি উপত্যকার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তবে তখন তা ছিল রাজ্য। ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর তা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। এবার সেখানকার মসনদে বসলেন ওমর। তবে আগের বার ওমর যে সরকারে ছিলেন তা কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের জোট। এবার অবশ্য কংগ্রেস সরকারে নেই।

সে প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কারা জানিয়েছেন, ৬টি আসনে হাত শিবির জয়লাভ করলেও আপাতত তারা ক্যাবিনেটে যোগ দেবে না। তাঁর কথায়, ‘জম্মু ও কাশ্মীর সরকারে এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছে না কংগ্রেস। কেন্দ্রের কাছে কংগ্রেসের দাবি, জম্মু ও কাশ্মীরকে তার রাজ্য তকমা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। প্রধানমন্ত্রী জনসভায় এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরকে তার রাজ্য তকমা ফেরানো হয়নি। আমরা এতে অখুশি। আর তাই এই মুহূর্তে সরকারে যোগ দেব না। কংগ্রেস এই নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে।’

‘ব্ল্যাক ক্যাট’ প্রত্যাহার ৯ জন ভিভিআইপির

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: সিদ্ধান্ত হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। এ বার তা কার্যকর করার পথে হাঁটলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ‘জেড প্লাস’ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ন’জন ভিভিআইপি আর ‘ব্ল্যাক ক্যাট’ (সরকারি পরিভাষায় ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড’ বা নসজি) কমান্ডো বাহিনীর নিরাপত্তা পাবেন না। নসজির পরিবর্তে সিআরপিএফের বিশেষ দল আগামী মাস থেকে ওই ন’জন ভিভিআইপির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে।

নসজি প্রত্যাহারের তালিকায় রয়েছেন, প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লকে আদবানি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিসপি সভানেত্রী মায়াবতী, জম্মু ও কাশ্মীরের শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, ছশিগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলত্যাগী কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ।

প্রসঙ্গত, দেশের ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে নসজিকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বছর চারেক আগে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। শাহের মস্ত্রক জানিয়েছিল, ‘ব্ল্যাক ক্যাট’ কমান্ডোদের পুরোপুরি জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী অপারেশনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ।

ফের বিমানে বোমাতঙ্ক, কড়া পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: বিমানে বোমাতঙ্ক কার্যত নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবারের পর বুধবারেও দুটি উড়ানে বোমা রাখার আতঙ্ক ছড়াল। সবমিলিয়ে গত তিনদিনে ১২টি বিমানে এইভাবে বোমাতঙ্ক ছড়াল। বারবার ভোগান্তির মধ্যে পড়ছেন আমজনতা। ইতিমধ্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে বৈঠকে বসেছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক।

সূত্রের খবর, নিত্যদিনের এই যাত্রী ভোগান্তি থেকে রেহাই পেতে বেশ কয়েকটি নতুন নির্দেশিকা আনতে চলেছে কেন্দ্র। তার মধ্যে অন্যতম হল স্কাই মার্শালের সংখ্যা বাড়ানো। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উড়ানে মোতায়েন থাকেন এনএসজি কমান্ডোরা। তবে ইউনিফর্ম নয়, সাধারণ পোশাক পরে যাত্রী হিসাবে তাঁরা বিমানে চলাফেরা করেন। বুধবার বৈঠকের পর সম্ভবত এই এয়ার মার্শালদের সংখ্যা আরও বাড়াতে নির্দেশ দিতে পারে কেন্দ্র।

এছাড়াও ভুয়ো খবর ছড়ানো ব্যক্তিদের বিমানে চড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা চাপাতে পারে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। চলতি সপ্তাহে যতবার উড়ান বা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে, প্রত্যেকবারই নেপথ্যে ছিল ফোন বা ইমেল। বোমা রাখার খবর পেয়ে বিমানে তল্লাশি করে অবশ্য বিস্ফোরকের সন্ধান মেলেনি কোথাও বরং বেড়েছে যাত্রী ভোগান্তি। সূত্রের খবর, এই ভুয়ো ফোন বা ইমেল যারা ছড়াচ্ছে তাদের নো-ফ্লাইং লিস্টের অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে কেন্দ্র।

অন্যদিকে, বুধবার বোমাতঙ্ক ছড়ায় আকাসা এবং ইন্ডিগোর দুটি বিমানে। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিল আকাসার কিউপি ১৩৩৫ বিমানের। ১৭৭ জন যাত্রী ছিলেন ওই উড়ানে, তার মধ্য ৩জন শিশু। সঙ্গে ছিলেন সাত বিমানকর্মীও। আচমকাই খবর ছড়ায় সেই বিমানে বোমা রাখার খবর। তড়িঘড়ি দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয় ওই বিমানটি। অন্যদিকে, মুম্বই থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগো বিমানেও বোমাতঙ্ক ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। তবে দুই বিমানের কোথাও বোমা মেলেনি।

মুম্বইয়ের ১৪ তলার আবাসনে আগুন, মৃত ৩

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মুম্বইয়ের লোখান্ডওয়ালার ১৪ তলার একটি আবাসনে। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৮টার দিকে ৪ ক্রস রোডের ওই আবাসনের ১০ তলায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্য অংশে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন চন্দ্রপ্রকাশ সোনি (৭৪), কান্তা সোনি (৭৪) এবং পেলুবেতা (৪২)। আগুন লাগার পর নিজেদের ঘরে আটকে পড়েন তাঁরা। খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে দমকল ও পুলিশ। দীর্ঘ চেষ্টার পর আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হন উদ্ধারকারীরা। দ্রুত তাঁদের স্থানীয় কুপার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। বাসিন্দাদের ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ড তা এখনও স্পষ্ট নয়। মামলা দায়ের করে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

চলতি মাসের শুরুতে মুম্বইয়ের চেম্বুরের একটি আবাসনে আগুন লাগে। সেই ঘটনায় একই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে ৭ বছরের এক বালিকা ছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার অগ্নিকাণ্ড।

বেঙ্গালুরুতে কমলা সতর্কতা, স্কুল-কলেজ বন্ধ তামিলনাড়ুতে

চেন্নাই, ১৬ অক্টোবর: নিম্নচাপের জেরে সোমবার থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভারতে। ভারী বৃষ্টির জেরে কার্যত বেহাল দশা তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকের। বেঙ্গালুরুতে জারি হয়েছে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। অন্য দিকে, স্কুল কলেজ বন্ধ চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর বেশিরভাগ জেলায়। আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টি আরও বাড়বে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে মৌসম ভবন।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ক্রমে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। এর প্রভাবেই আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কর্নাটক এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে।

বেঙ্গালুরুতে বুধবার সকাল থেকে ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন। ব্যস্ত রাস্তায় দেখা দিয়েছে যানজট। ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা। উপকূল এলাকা ছাড়াও মাইসুরু, কোডাগু, চিকমাগালুর, কোলার প্রভৃতি জেলাগুলির জন্যও জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বেঙ্গালুরুতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের পরেই মোতায়েন করা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের।

অন্য দিকে, দুর্যোগ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তামিলনাড়ুর চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম এবং চেঙ্গলপেট জেলায় স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। দুর্যোগের জেরে ব্যাহত বিমান পরিষেবাও। এই চার জেলার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদেরও আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুতে আগামী তিন দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। সেই মতো রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন নিজে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কপ্টারের জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: খারাপ আবহাওয়ার জের, উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে জরুরি অবতরণ করল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের হেলিকপ্টার। ওই কপ্টারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও ছিলেন উত্তরাখণ্ডের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিজয় কুমার যোগদণ্ড। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, যাত্রীরা সকলেই সুস্থ আছেন।

সূত্রের খবর, কপ্টারটির গন্তব্য ছিল পিথোরাগড়ের মুন্সিয়ারি গ্রাম। যদিও খারাপ আবহাওয়ার জেরে বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ মুন্সিয়ারির আগেই রলম গ্রামে নামে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কপ্টার। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই কেদারনাথ বিধানসভায় উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন রাজীব কুমার। রুদ্রপ্রয়াগ জেলার অন্তর্গত পাউরি গারোয়াল লোকসভার অন্তর্গত এই বিধানসভা। যা বিজেপির দখলে ছিল।

২০২২ সালে বিজেপি টিকিটে কেদারনাথে জয়ী হন শাইলা রাওয়াত। গত জুলাই মাসে শাইলার মৃত্যু হয়েছে। এর জেরেই ওই বিধানসভায় উপনির্বাচন হতে চলেছে।

মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিজয় কুমার যোগদণ্ড জানান, ২২ অক্টোবর কেদারনাথে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ২৯ অক্টোবর ওই কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২০ নভেম্বর। ২৩ নভেম্বর সেখানে ভোটগণনা হবে।

এসসিও সামিটে যোগ দিয়ে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে বার্তা দিলেন জয়শংকর

ইসলামাবাদ, ১৬ অক্টোবর: জঙ্গি কার্যকলাপ আর বাণিজ্য একসঙ্গে হতে পারে না, পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়েই পাকিস্তানকে তোপ দাগলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মঙ্গলবার ৯ বছর পর ইসলামাবাদে পা রাখেন ভারতের কোনও বিদেশমন্ত্রী। এসসিও সামিটে নিজের বক্তব্যে জয়শংকর বলেন, সন্ত্রাসবাদ কখনই দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করে না। এদিন ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নতির বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন জয়শংকর।

জয়শংকর বলেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে উন্নয়ন ও আর্থিক বৃদ্ধির জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা জরুরি। এর পরেই ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সোজা কথা, যদি সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতেই থাকে, তবে বাণিজ্য, শক্তির আদানপ্রদান, মানুষে মানুষে সম্পর্ক হতে পারে না। জয়শংকর জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের যুগে পারস্পরিক নির্ভরতার প্রসঙ্গ টেনে এসসিও দেশগুলিকে আরও বেশি করে একজোট হওয়ার বার্তা দেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

জয়শংকরের বক্তব্য, সম্পর্কের উন্নতির জন্য ভালো প্রতিবেশী হয়ে উঠতে হবে আমাদের, প্রয়োজনে স্বচ্ছতার সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে। বলেন, (উভয়পক্ষে) সহযোগিতা অবশ্যই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সার্বভৌমত্বের মর্জাদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় প্রকৃত বন্ধুত্ব। কোনও একতরফা এজেন্ডা হতে পারে না। এছাড়াও গোটা বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নে ভারতের বৈশ্বিক উদ্যোগের কথা মনে করান জয়শংকর। সেই তালিকায় রয়েছে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আন্তর্জাতিক জোট, দুর্যোগ প্রতিরোধ পরিকাঠামো নির্মাণে জোট, ‘মিশন লাইফ’ বা টেকসই জীবনধারার রূপরেখা নির্মাণ, যোগের প্রচার, গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স, আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে পাকিস্তানের সমালোচনা করেও সৌজন্য দেখাতে ভোলেননি ভারতের বিদেশমন্ত্রী। চলতি বছরে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানান জয়শংকর। সম্মেলনের সাফল্য কামনায় শুভেচ্ছা জানান।

ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও চিন, রাশিয়া, তাজাকিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান-সহ বেশ কয়েকটি দেশ এই সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্য। এসসিও দেশগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। এ বছর মঙ্গল এবং বুধবার ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর সরকার প্রধানদের ২৩তম সম্মেলন। প্রথামাফিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সব সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরই আমন্ত্রণ জানান। গত অগস্ট মাসে আমন্ত্রণপত্র আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও। কিন্তু দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, মোদি কি এই সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তান যাবেন? নানা জল্পনার পর অবশেষে বিবৃতি দিয়ে বিদেশমন্ত্রক জানায় এসসিও সামিটে যোগ দিতে পাকিস্তানে যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। সেই মতো ৯ বছর বাদে প্রথম ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী হিসাবে জয়শংকর পাকিস্তানে যান।

খলিস্তানি নেতা নিজ্জর খুনে জড়িত অমিত শাহ, বিতর্কিত দাবি মার্কিন পত্রিকার

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর: নিজ্জর হত্যাকাণ্ড এবার নাম জড়াল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অমিত শাহর। নিজ্জর ইস্যুতে ফাটল বেড়েছে ভারত-কানাডা সম্পর্কে। কানাডার মাটিতে খলিস্তানপন্থী জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যু নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। কানাডা পুলিশ দাবি করেছে, ভারতের উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা কানাডায় খলিস্তানপন্থীদের দমনে অপরাধীদের সাহায্য নিচ্ছে। নাম না করে বিষ্ণোই গোষ্ঠীর কথা বোঝাতে চেয়েছিল তারা। জানানো হয়, দক্ষিণ এশিয়ার কমিউনিটিকে বিশেষ করে খলিস্তানপন্থী কার্যকলাপকে টার্গেট করার জন্য এই গোষ্ঠীর মদত নিচ্ছে ভারত। এরপরেই মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট দাবি করে, এই উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে নাম রয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর।

ওয়াশিংটন পোস্টের আরও দাবি, কানাডার জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিলেন অজিত ডোভাল! মার্কিন সংবাদপত্রটির দাবি, ভারতীয় কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে পাওয়া সমস্ত প্রমাণ ডোভালের কাছে তুলে দেন কানাডার উপদেষ্টা। হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারত যে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সাহায্য নিয়েছে, ওই বৈঠকে সেই কথাই জানায় কানাডা। তবে এই গোপন বৈঠক প্রসঙ্গে দিল্লির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মার্কিন রিপোর্টে দাবি, গত সপ্তাহে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে সিঙ্গাপুরে বৈঠক করেন ভারত-কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা। সেখানে ডোভাল ছাড়াও হাজির ছিলেন কানাডার নিরাপত্তা উপদেষ্টা নাটালি ড্রোনিন, উপবিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসন এবং কানাডা পুলিশের এক উচ্চ আধিকারিক। সেখানে কানাডার তরফে ভারতকে জানানো হয়, নিজ্জর খুন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবার জনসমক্ষে আসবে কারণ বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

ওয়াশিংটন পোস্টের দাবি, ওই বৈঠকে কানাডার তরফে ভারতকে জানানো হয়, আমাদের দেশে হিংসা ছড়ানো বন্ধ করুন। ৬ জন ভারতীয় কূটনীতিকের বিরুদ্ধে শিখদের খুন বা হুমকি দেওয়ার প্রমাণ মিলেছে বলেও ওই বৈঠকে দাবি করেন কানাডার প্রতিনিধিরা। যদিও সেই অভিযোগ মানতে চাননি ডোভাল। তবে অতীতেও একাধিকবার ভারতের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে কানাডা। কিন্তু কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেনি জাস্টিন ট্রুডোর প্রশাসন। আগের সমস্ত অভিযোগ নয়াদিল্লি খারিজ করলেও ওয়াশিংটন পোস্টের ‘দাবি’ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বিদেশ মন্ত্রক বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে। পাশাপাশি, দক্ষিণ এশিয়ায় স্বার্থসিদ্ধিতে বিষ্ণোইয়ের দুষ্কৃতী দলকে কাজে লাগায় ভারত। এমন অভিযোগ কানাডা পুলিশের। অভিযোগ, কুখ্যাত অপরাধীদের কাজে লাগিয়েই কানাডায় দক্ষিণ এশিয়া এবং খলিস্তানপন্থীদের গতিবিধির উপর নজর রাখে ভারত। পুলিশ কমিশনার মাইক ডুহেন এবং তাঁর সহসচিব ব্রিজিট গভিন দাবি করেছেন, বিশেষ করে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে ভারতীয় এজেন্টদের।

আইসিসির হল অব ফেমে অ্যালিস্টার কুক, ডি ভিলিয়ার্স ও নীতু ডেভিড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসির হল অব ফেমে নতুন জায়গা পেয়েছেন ক্রিকেটের তিন কিংবদন্তি। তাঁরা হলেন ইংল্যান্ডের স্যার অ্যালিস্টার কুক, দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স ও ভারতের নীতু ডেভিড। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তিনজনকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

টেস্টে ইংল্যান্ডের শীর্ষ রান সংগ্রাহক হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যান কুক। রেকর্ডটা গত সেপ্টেম্বর পর্যন্তও টিকে ছিল। এ মাসে তাঁকে ছাড়িয়ে যান জো রুট। কুক বর্তমানে টেস্ট ইতিহাসের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। অভিষেক থেকে টানা ১৫৯ টেস্ট খেলেছেন তিনি, যা বিরতিহীনভাবে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার বিশ্ব রেকর্ড।

কুকের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে অনেক অর্জনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদেশের মাটিতে দুটি টেস্ট সিরিজ জয়;২০১০,১১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ ও ২০১২ সালে ভারত, বধ। ৭৬৬ রান করে সেবারের অ্যাশেজে সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরের বছর টেন্ডুলকার,ধোনি,গম্ভীরদের বিপক্ষে ইংল্যান্ড সিরিজ জিতেছিল তাঁরই নেতৃত্বে, যা এখনো ভারতের মাটিতে কোনো দলের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ জয়।

২০১৮ সালে ডিসেম্বরে 'নাইটহুড' পাওয়া কুক আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পেয়ে বলেছেন, 'বিস্ময়কর লাগছে। বিশেষ করে যখন আপনি এই তালিকায় জায়গা পাওয়া ব্যক্তিদের নাম পড়বেন এবং জানবেন, সেখানে আপনার নামও উঠতে চলেছে। এই তালিকায় যোগ দিতে পারা বড় ব্যাপার। আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি।'

মাঠের সব দিকে শট খেলতে পারা এবি ডি ভিলিয়ার্সের ডাকনাম হয়ে গেছে 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি'। আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা করে নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই অধিনায়ক আধুনিক ক্রিকেটের সবচেয়ে উদ্ভাবনী ও বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানদের একজন। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফ্রিকা একাদশের হয়ে ৪২০ ম্যাচ খেলেছেন, করেছেন ২০০১৪ রান।

২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে ৩১ বলে সেঞ্চুরি করেন ডি ভিলিয়ার্স, যা এই সংস্করণে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড। একাধিকবার আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন, বেশ কয়েকবার জায়গা পেয়েছেন আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট দলে।

টেস্ট ও ওয়ানডেতে ডি ভিলিয়ার্সের ব্যাটিং গড় ৫০,এর ওপরে। জ্যাক ক্যালিসের পর তিনিই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ শীর্ষ রান সংগ্রাহক। আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পেয়ে ৪০ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি বলেছেন, 'আইসিসির হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং (এত বড় মাপের) স্বীকৃত ক্রিকেটারদের একটি নির্বাচিত গ্রুপে যোগ দিতে পারা অনেক সম্মানের।'

গত বছর ডায়ানা এদুলজির পর ভারতের দ্বিতীয় নারী ক্রিকেটার হিসেবে হল অব ফেমে পেলেন ৪৭ বছর বয়সী নীতু ডেভিড। সাবেক স্পিনার নীতু ভারতের হয়ে ১৯৯৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে ১০৭ ম্যাচ খেলেছেন। ওয়ানডেতে তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (১৪১)। দেশটির প্রথম নারী খেলোয়াড় হিসেবে তিনি এই সংস্করণে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।

১৯৯৫ সালে জামশেদপুরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসে ৫৩ রানে ৮ উইকেট নেন নীতু, যা মেয়েদের টেস্ট ইতিহাসের এক ইনিংসে সেরা বোলিং।

অতি সম্প্রতি ভারতের নারী দলের প্রধান নির্বাচক হওয়া নীতু ডেভিড আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পেয়ে বলেছেন, 'এটা সত্যিই সম্মানের। এটা এমন কিছু, যা আমি মনে করি জাতীয় দলের জার্সি পরা যে কেউ তাঁর জন্য সর্বোচ্চ স্বীকৃতি উপলব্ধি করতে পারে। এই মহান খেলাটির প্রতি সারাটা জীবন উৎসর্গ করার পর এটি এসেছে।'

নারী ও পুরুষ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১১৫ জন সাবেক ক্রিকেটারকে হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি।

১৮ বলে গেল ৪ উইকেট

সাজিদের স্পিনে বিপাকে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচের মাত্র দ্বিতীয় দিন। কিন্তু একই পিচে প্রথম টেস্টের পাঁচ দিনের খেলা হয়েছে বলে আদতে এটি সপ্তম দিনের উইকেট। আর এমন উইকেটে স্পিনারদের দাপট কেমন হতে পারে, সেটিই দেখা গেল আজ মুলতানে।

দিনের শেষ বেলায় মাত্র ১৮ বলের মধ্যে ইংল্যান্ডের ৪ উইকেট তুলে নিয়েছে পাকিস্তান। অফ স্পিনার সাজিদ খান আর লেগ স্পিনার নোমান আলীর দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড দিন শেষ করেছে ৬ উইকেটে ২৩৯ রানে। তিন ম্যাচের সিরিজে পিছিয়ে ১,০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান দ্বিতীয় দিন শেষে এগিয়ে ১২৭ রানে।

দিনের দ্বিতীয় সেশনে ব্যাটিং শুরু করা ইংল্যান্ড প্রথম থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। প্রথম ১২ ওভারেই ৭৩ রান যোগ করে ফেলেছিলেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। ক্রলিকে রিভিউ নিয়ে ফিরিয়ে প্রথম আঘাত হানেন নোমান। এরপর ইংল্যান্ডের রান যখন ১২৫, ওলি পোপকে বোল্ড করেন সাজিদ।

দুই ব্যাটসম্যানকে হারালেও ডাকেট ও জো রুটের ব্যাটে চড়ে ইংল্যান্ডের রান বাড়ছিল ওভার চারের বেশি হারেই। ৪১ ওভার শেষে সফরকারীদের রান ছিল ২ উইকেটে ২১০। সাজিদের করা ইনিংসের ৪২তম ওভারের তৃতীয় বলে রুটের

উইকেট দিয়ে শুরু হয় ব্যাটিং-বিপর্যয়। সুইপ করতে গিয়ে বল স্টাম্পে টেনে আনেন রুট (৫৪ বলে ৩৪)।

পরের ওভারে সাজিদের বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দেন ডাকেট। চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া ডাকেট ১২৯ বলের ইনিংসে ১৬ চারে করে যান ১১৪ রান। একই ওভারের শেষ বলে সাজিদের চতুর্থ শিকার হ্যারি ব্রুক। সিরিজের প্রথম টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা এই ব্যাটসম্যান ৯ রান করে হন বোল্ড।

ইংল্যান্ডের উইকেট-মিছিল এখানেই শেষ হয়নি। পরের ওভারে নোমানের বলে শর্ট লেগে ক্যাচ দেন দুই মাস পর মাঠে ফেরা বেন স্টোকস। ২ উইকেটে ২১১ থেকে ইংল্যান্ডের স্কোর পরিণত হয় ৬ উইকেটে ২২৫-এ। এরপর জেমি স্মিথ ও ব্রাইডন কার্সকে দিনের শেষ আট ওভার কাটালে ২৩৯ রান নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইংল্যান্ড।

এর আগে ৫ উইকেটে ২৯৫ রান নিয়ে দিন শুরু করা পাকিস্তান ৩৩.৩ ওভার ব্যাট করে ৭১ রান যোগ করে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর (দ্বিতীয় দিন শেষে)
পাকিস্তান ১ম ইনিংস ১২৩.৩ ওভারে ৩৬৬ (কামরান ১১৮, সাইম ৭৭, রিজওয়ান ৪১, আমের ৩৭, নোমান ৩২; লিচ ৪/১১৪, কার্স ৩/৫০, পটস ৬/৬৬)।
ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৫৩ ওভারে ২৩৯/৬ (ডাকেট ১১৪, রুট ৩৪, পোপ ২৯; সাজিদ ৪/৮৬, নোমান ২/৭৫)।

বৃষ্টিতে ভেসে গেল ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্টের প্রথম দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজিল্যান্ড যেন অনাহূত অতিথি ভারতে। দলটি ভারতে টেস্ট খেলতে গেলেই যে মুখ ভার করছে, সে দেশের আকাশ। গত মাসে গ্রেটার নয়ডায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টটিতে একটি বলও হয়নি বাজে আবহাওয়ার প্রভাবে। এরপর আবার নিউজিল্যান্ড যখন ভারতে গেল, হাজির বৃষ্টিও। বেঙ্গালুরুতে আজ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের পুরো খেলা। ভারতে এ নিয়ে টানা ছয় দিন নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ভেসে গেল বৃষ্টিতে।

সকাল থেকেই বৃষ্টি হলেও স্থানীয় সময় বেলা আড়াইটায় শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিই দিনের খেলা বাতিল করতে বাধ্য করেছে। তার ফলে এখন এটি চার দিনের টেস্ট হয়ে গেছে। আর তাতে কমে গেছে ফলোঅনের রানও। ২০০ নয়, এখন প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে এগিয়ে থাকলেই প্রতিপক্ষকে ফলোঅন করানো যাবে এই টেস্টে।

চার দিনের ম্যাচ হয়ে গেলেও আয়োজকেরা আশা করছেন আবহাওয়া ভালো থাকলে পরের চার দিন ৯৮ ওভার করে খেলা চালানোর। সেটি করতে দিনের খেলা ১৫ মিনিট আগে শুরু হবে। আর দিনের শেষ ভাগে দরকার হলে অতিরিক্ত আধা ঘণ্টা খেলা হবে।

পুজোর ছুটি কাটাতে দীঘায় গিয়ে ক্রিকেট শেখালেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ যেন রথ দেখা আর কলা বেচা একসঙ্গে। পুজোর ছুটি উপভোগ করতেও ব্যাট, বল ছেড়ে থাকতে পারলেন না বিশ্বজিৎ মুখার্জী। দীঘায় গিয়েও শেখালেন ক্রিকেট। সেই ছোট থেকেই বিশ্বজিৎ মুখার্জীর সঙ্গে ব্যাট-বলের সম্পর্ক। পাড়ার ক্রিকেট খেলতে খেলতেই বাংলার জুনিয়র দলে চুটিয়ে খেলা, এরপর স্কুল ক্রিকেট। ক্রিকেটারের কেরিয়ার দীর্ঘায়িত হয়নি বিশ্বজিতের, কিন্তু ক্রিকেট ছাড়েননি। গোপাল বসু থেকে রাজু মুখার্জীর শিষ্য এরপর থেকেই দিয়ে আসছেন কোচিং। তাঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে কত রত্ন। দীঘাতেও তারই সুলুকসন্ধান করে এলেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী। বেহালা ক্রিকেট আকাডেমির তিনিই সর্বময় কর্তা। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনিই সেখানে শেখান ছোটদের ক্রিকেট। পুজোয় দীঘায় গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি চলে যান দীঘা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে। একইসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচার মতো ব্যাপার। ছোটদের কাছে গিয়ে দিয়ে ফেললেন গুরুমন্ত্র। ক্লাস নিলেন ব্যাট-বলের। নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, ছুটির আবহেও ক্রিকেট, ক্রিকেট ছাড়া জীবনে কিছুই নেই।

সাকিবকে নিয়ে মিরপুর টেস্টের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাকিব আল হাসান থাকবেন কি না, এ নিয়ে কৌতুহল ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

১৫ সদস্যের দলটির সবাই বাংলাদেশ দলের সর্বশেষ ভারত সিরিজের দলে ছিলেন। তবে বাদ পড়েছেন পেসার খালেদ আহমেদ।

সাকিব ভারতে থাকতেই জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুরে খেলে টেস্টকে বিদায় জানানোর ইচ্ছা তাঁর। রাজনৈতিক পট,পরিবর্তনের কারণে শুরুতে এ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত সাকিবের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হবে ২১ অক্টোবর মিরপুরে। সিরিজটি খেলতে বুধবার সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে প্রোটিয়ারা। একই দিন ঢাকায় পা

রেখেছেন বাংলাদেশ দলের নতুন কোচ ফিল সিমন্সও। এর আগে গতকাল বিসিবি প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ জানান, চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট শুরু হবে ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে।

১ম টেস্টের বাংলাদেশ দল: নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, জাকির হাসান, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, লিটন কুমার দাস, জাকের আলী, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, তাসকিন আহমেদ, হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা।

নিলামেই ধাক্কা মহিলা হকি খেলোয়াড়দের

১০ থেকে ২ লাখে কমিয়ে দল পেলেন প্রীতি, দীপিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুরুষদের পাশাপাশি এ বার প্রথম হবে মহিলাদের হকি লিগও। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের দল পেতে সমস্যা হয়নি। মঙ্গলবার নিলামের প্রথম পর্বে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিতে লড়াই হয়েছে দলগুলির মধ্যে। কিন্তু সমস্যায় পড়েন ঘরোয়া খেলোয়াড়েরা। বিশেষ করে যাঁদের ন্যূনতম দাম ১০ লাখ টাকা ছিল, তাঁরা দলই পাননি। শেষে তাঁদের ন্যূনতম দাম কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শুরুতেই ধাক্কা খেল মহিলাদের হকি লিগ।

ঘরোয়া মহিলা খেলোয়াড়েরা তাঁদের সর্বোচ্চ ন্যূনতম মূল্য রাখতে পেরেছিলেন ১০ লাখ টাকা। প্রীতি দুবে, দীপিকা সোরেঙ, মাধুরী কিন্ডো, রুতাজা দাদাসো পিসাল এবং অক্ষত আবাসো ঢেকালে ছিলেন সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকার কোর গ্রুপে। কিন্তু মহিলাদের ঘরোয়া হকির প্রথম সারির এই খেলোয়াড়দের জন্য ১০ লাখ টাকা খরচ করতে রাজি হয়নি চার দলের একটিও। ফলে দল পাওয়ার জন্য নিলামের মাঝে তাঁরা নিজেদের ন্যূনতম দাম কমাতে বাধ্য হন।

হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছিল, মেয়েদের প্রতিযোগিতায় ছ'টি দল থাকবে। কিন্তু এ বছর শেষ পর্যন্ত চারটি দল হয়েছে। তাতে নিলামের পরিকল্পনা পরিবর্তন হয়েছে। মহিলা খেলোয়াড়েরাও প্রত্যাশা মতো দাম পাননি। এএসডব্লিউ স্পোর্টসের মালিকানাধীন সুরমা হকি ক্লাবের পক্ষে মণীষা মলহোত্র বলেছেন, ''এই সমস্যাটা দল মালিকদের জন্য হয়নি। কারণ আমরা আগেই নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলাম। খেলোয়াড়েরা

তাঁদের ন্যূনতম মূল্য ঠিক করেছিলেন দলের সংখ্যা মাথায় রেখে। দলের সংখ্যা ছয় থেকে চার হয়ে যাওয়ায় নিলামে প্রতিযোগিতা কমে গিয়েছে। খেলোয়াড়ের চাহিদাও কমে গিয়েছে। না হলে আরও ৪৮ জন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হত। চাহিদার তুলনায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের দাম কমে গিয়েছে স্বাভাবিক ভাবে। সে কারণেই কয়েক জনের ন্যূনতম মূল্য কমাতে হয়েছে।''

পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতিটি দলের হাতে ছিল চার কোটি টাকা। মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল দু'কোটি টাকা করে। দলে ২৪ জন করে খেলোয়াড় রাখতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শক্তিশালী দল গঠনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে দু'জন করে খেলোয়াড়কে নিতে ৪০-৫০ লাখ টাকা খরচ করে ফেলে দলগুলি। ফলে সকলের হাতে প্রথম পর্যায়ের পর কমবেশি ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা করে ছিল। সেই টাকায় ২২ জন করে খেলোয়াড়কে নিতে হয়েছে দলগুলিকে। এই পরিস্থিতিতে আরও দু'জন খেলোয়াড়কে ন্যূনতম ১০ লাখ টাকায় কিনতে রাজি হয়নি দলগুলি।

দল পেতে নিজেদের দাম কমাতে বাধ্য হন খেলোয়াড়েরা। হকি ইন্ডিয়া লিগের গভর্নিং কমিটির অনুমতি নিয়ে নিজেদের ন্যূনতম দাম কমিয়ে ২ লাখ টাকা করতে হয় বেশ কয়েক জন ভারতীয় সিনিয়র এবং জুনিয়র মহিলা হকি খেলোয়াড়কে। তাঁরা এক সঙ্গে ন্যূনতম মূল্য কমানোর আবেদন জানানোর পর তা অনুমোদন করে হকি ইন্ডিয়া লিগের গভর্নিং কমিটি। এর পর দল পান প্রীতি, দীপিকা, মাধুরী, রুতাজার মতো সিনিয়র খেলোয়াড়েরা। তাঁদের জন্য গড়ে ৫ লাখ টাকা করে খরচ করেছে দলগুলি। নিলামের অন্যতম দল ছিল শ্রাচি রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স। মহিলাদের নিলামে তারা সব চেয়ে বেশি ৩২ লাখ টাকা দাম দিয়ে কিনেছে উদিতা দুহানকে। মহিলাদের হকি লিগে তিনি সব চেয়ে দামি খেলোয়াড়।

মেসির হ্যাটট্রিকে বলিভিয়ার জালে ৬ গোল আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: লাওতারো মার্তিনেজের গোলের পর উপচে পড়ছিল করতালি। মার্তিনেজের সম্ভবত মনে হয়েছিল, এই করতালি শুধু তাঁর জন্য হলে বড্ড ভুল হবে। আঙুল তুলে পাশেই দাঁড়ানো হাস্যোজ্জ্বল লিওনেল মেসিকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন বারবার। যেন গোলটা মেসিরই। মার্তিনেজ শুধু আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন!

তেমনটি বললে একদম ভুলও হয় না। শুধু ওই গোলে অবদান কেন, বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৬,০ গোলে জয়ের নায়কও যে মেসি। নিজে করেছেন হ্যাটট্রিক, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন আরও দুটি।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় জয়ের এই ম্যাচে আসলে ৫ গোলে অবদান মেসির। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি হ্যাটট্রিকের গৌরবও এখন ৩৭ বছর বয়সী এই কিংবদন্তির। এই মহাদেশের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে সর্বশেষ কোনো খেলোয়াড় হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ২টি গোল করিয়েছিলেন ১৫ বছর আগে। ২০০৯ সালের ১ এপ্রিল এই আর্জেন্টিনার বিপক্ষেই হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ২টি গোল করিয়েছিলেন হোয়াকিন বোতেরো। কোন দলের

খেলোয়াড়? এই বলিভিয়ারই!

সে যা হোক, মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনার 'সিক্স স্টার' ম্যাচে ফেরা যাক। গ্যালারির বেশির ভাগ দর্শকের আনন্দে ভেসে যাওয়ার শুরুটাও কিন্তু হয়েছে মেসির কল্যাণে। ১৯ মিনিটে মার্তিনেজের পাস পেয়ে কোনোকুনি দৌড়ে বলিভিয়া গোলকিপার গিয়ের্মো ভিসকারাকে একা পেয়ে গিয়েছিলেন মেসি। গোল করতে ভুল করেননি। আর্জেন্টিনা এরপর প্রথমার্ধে আরও দুটি গোল পেয়েছে। সেখানেও উৎস সেই ৩৭ বছর বয়সী কিংবদন্তি।

৪৩ মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে বল পায়ে টান দিয়ে বলিভিয়া রক্ষণকে বেকায়দায় ফেলেন মেসি। তাঁর বাড়ানো পাসে বলিভিয়ার গোলকিপার ভিসকারা এবং পোস্টের মাঝখানে প্রচুর ফাঁকা জায়গা পেয়ে গিয়েছিলেন মার্তিনেজ। ডান পায়ের টোকায় বল জালে পাঠানোর আনুষ্ঠানিকতাটুকুই শুধু সেরেছেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। তবে নিজের জায়গা থেকে মার্তিনেজের পজিশন থেকে যে গোল করাটা বেশি সহজ, সেটা বুঝতে পেরেছিলেন মেসি। প্রথমার্ধে মেসির এমন বুদ্ধির ঝিলিক দেখা গেল আরও একবার এবং সেবারও গোল!

এবার গোলদাতা হুলিয়ান আলভারেজ। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে মাঝমাঠে ফ্রি কিক পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। বলিভিয়ার ডিফেন্ডাররা একটু ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে আলভারেজ দৌড় শুরু করতেই দূরপাল্লার শট নেন মেসি। বলটি বক্সের বাঁ দিকে আলভারেজের একদম সামনে রসগোল্লার মতো পড়তেই ডান পায়ের শটে গোল করেন আতলেতিকো মাদ্রিদ স্ট্রাইকার।

বিরতির পর হয়েছে আরও তিন গোল। ৬৯ মিনিটে নাহুয়েল মলিনার পাস থেকে চতুর্থ গোলটি থিয়াগো আলমাদার। তখনো সম্ভবত অনেকেই ভাবেননি এই ম্যাচ থেকে মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে নিজের ১০ম হ্যাটট্রিক তুলে নেবেন। গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকায় পাওয়া চোট কাটিয়ে ওঠার পর আর্জেন্টিনার হয়ে মাত্র দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন মেসি। এখনো পুরোপুরি ছন্দে ফেরেননি। কিন্তু মনুমেন্তালের মেসিকে দেখে কে বলবে, এই লোকের বয়স ৩৭ বছর!

রদ্রিগো দি পলের বদলি হয়ে নামা এজেকুয়েল পালাসিওস ৮৪ মিনিটে পাস বাড়িয়েছিলেন মেসি। ড্রিবলিং করে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সের ভেতর থেকে বাঁ পাশের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান ইন্টার মায়ামি তারকা।

দুই মিনিট পরই ম্যাচের শেষ গোলটি করেন মেসি। এবার বার্সেলোনার সেই সোনালি দিনগুলোর মতো ডান দিক দিয়ে কাট ইন করে ঢুকে নিকো পাজের সঙ্গে ওয়াল,পাস খেলেন এবং তারপর বাঁ পায়ের সেই শট ও গোল। 'ভিনটেজ' মেসি!

১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব টেবিলে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় কলম্বিয়া। ১০ ম্যাচ খেলা উরুগুয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। মন্টিভিডিওতে ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে উরুগুয়ে। চিলিকে ৪,০ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ২, ১ গোলে জিতেছে প্যারাগুয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**